অতি অল্প হইল।

কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা

সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত

এস কে লাহিড়ী এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

১২৯১ সাল।

বিজ্ঞাপন

'অতি অল্প হইল', একাদশ বৎসর পূর্ব্বে, সর্ব্ব প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। মুদ্রিত পুস্তক সকল, স্বল্প সময়েই, নিঃশেষিত হইয়া গেল; কিন্তু গ্রাহকবর্গের আগ্রহ নিবৃত্তি হইল না। পুস্তক, পুনরায়, অধিক সংখ্যায়, মুদ্রিত করিবার নিমিত্ত, অনেকে যৎপরোনাস্তি ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে নিরতিশয় উৎসাহিত হইয়া, ইহা দ্বিতীয় বার মুদ্রিত করিতে হইয়াছিল। ফলকথা এই, এই সময়ে, সর্ব্ববিধ লোকের নিকটেই, ইহার আদরের সীমা ছিল না। তৎপরে, কি কারণে বলিতে পারি না, আর কেহ কখনও ইহার কোনও সংবাদ লয়েন নাই; সুতরাং, কস্মিন্ কালেও, পুনর্ব্বার ইহার মুদ্রিত হইবার কিছু মাত্র সম্ভাবনা ছিল না।

দুই মাস অতীত হইল, 'ব্রজবিলাস' প্রচারিত হইয়াছে। ঐ পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে, প্রসঙ্গ ক্রমে, এই পুস্তকের নামোল্লেখ আছে। ঐ নামোল্লেখ দর্শনে, একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, অনেকেই, এই পুস্তকের নিমিত্ত, সাতিশয় আগ্রহপ্রদর্শন করিতেছেন, এবং পুস্তকের অসদ্ভাববার্ত্তা শ্রবণে, তৎপ্রাপ্তি বিষয়ে হতাশ্বাস হইয়া, বিলক্ষণ ক্ষুব্ধচিত্ত হইতেছেন। উক্ত হেতু প্রযুক্ত, ও অনেকের অনুল্লঙ্ঘনীয় অনুরোধ বশতঃ, এই পুস্তক তৃতীয় বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল।

সন ১২৯১ সাল।

১লা অগ্রহায়ণ।
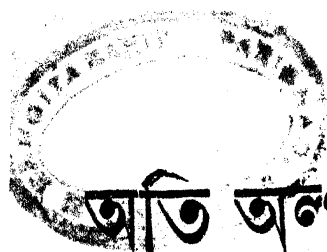
অতি অল্প হইল।

"অত্যুচ্চৈঃ পতনায়"

এত কাল পরে সব ভেঙ্গে গেল ভুর।
হতদর্প হৈলে বাচস্পতি বাঁহাদুর ॥ ১ ॥
সকলের বড় আমি মম সম নাই।
কিসে এই দর্প কর ভেবে নাহি পাই ॥ ২ ॥
অতি দর্পে লঙ্কাপতি সবংশে নিপাত।
অতি দর্পে বাচস্পতি তব অধঃপাত ॥ ৩ ॥
দর্পে ফেটে পড় সবে কর তৃণজ্ঞান।
অহঙ্কারী নাহি কেহ তোমার সমান ॥ ৪ ॥
তুমি গো পণ্ডিতমূর্খ বুদ্ধিশুদ্ধিহীন।
অতি অপদার্থ তুমি অতি অর্বাচীন ॥ ৫ ॥

এত দিন শুনিয়া আসিতেছিলাম, তারানাথ তর্কবাচস্পতি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। আজ কাল শুনিতেছি, তাঁর যত বড় নাম ও যত ধূম ধাম, তত বিদ্যা ও তত জ্ঞান নাই। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, বহুবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া, এক খান বহি লিখিয়াছিলেন। তর্কবাচস্পতি

খুড়, তাঁহার মত খণ্ডন করিয়া, সংস্কৃত ভাষায় এক খান বহি বাহির করেন। বিদ্যাসাগর, তাহার জবাব লিখিয়া, আবার এক খান বহি বাহির করিয়াছেন। সেই বহি পড়িয়া, সবাই বলিতেছে, এবার তারানাথের দফা রফা হয়েছে। সকল লোকেই অবাক হয়েছে ও কহিতেছে, তাইত হে! তারানাথটা কি! কিসের জারি করিয়া বেড়ায়। কথায় কথায় বলে, দুনিয়ার মধ্যে পণ্ডিত আমি; আমার সমান কে আছে; আমি বই, সংস্কৃত আর কে জানে? যাঁহারা বিশেষ জানেন, তাঁহারা কিন্তু বলেন, তারানাথ কেবল মুখে পণ্ডিত; তাঁর মুখের জোর যত, বিদ্যার জোর তত নয়। শুনিয়াছি, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন দিগ্গজ পণ্ডিত ছিলেন; তিনি, তর্কবাচস্পতি খুড়র মত, আস্ফালন করিতেন না। যে রোগে আস্ফালন করায়, তাঁর শরীরে সে রোগ ছিল না;—

"অগাধজলসঞ্চারী বিকারী নচ রোহিতঃ।
গণ্ডূষজলমাত্রেণ শফরী ফর্ফরায়তে"॥

রুই মাছ অগাধ জলে বিহার করে, অথচ তাহার বিকার নাই।
পুঁটি মাছ গণ্ডূষমাত্র জলে ফর্ফর্ করিয়া বেড়ায়।

আমি নিজে যত দূর বুঝিতে পারি, তাহাতে যে আপন মুখে আপনার বড়াই করে, সে অতিবড় মূর্খ। যাহা হউক, বিদ্যাসাগরের বহি পড়িবার জন্য, বড় ইচ্ছা হইল। তদনুসারে, তাঁর কাছে গিয়া, এক খান

বহি চাহিয়া আনিলাম। যেরূপ দেখিলাম, তাহাতে বোধ হইল, ব্রাহ্মণ খেপেছে; মিছামিছি কতকগুলা টাকা খরচ করিয়া, বহি ছাপাইয়া, দোচোখো বিতরণ করিতেছে। আড়াআড়ি বড় মজার জিনিষ !!! মেহনৎ ও বুদ্ধি খরচ করিয়া, কতক দূর পড়িয়া দেখিলাম, লোকে যাহা বলিতেছে, তাহা নিতান্ত অলীক ও অসঙ্গত নয়। সত্য সত্যই খুড়র দফা রফা হয়েছে। আর তিনি ঘাড় তুলিবেন, তার পথ নাই। স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁর বিদ্যার দৌড় কত, তার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া গেল। বলিতে কি, খুড় আমার বড় নির্ব্বোধ; অকারণে, আপনার মান আপনি খোয়াইলেন। চালাকি করিয়া, বহি লিখিয়া, বাহাদুরি দেখাইতে না গেলে, এ ফেসাৎ ঘটিত না। ইহাকেই বলে, নালা কেটে রোগ আনা। প্রামাণিক লোকের মুখে শুনিয়াছি, খুড় সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, যাহা লিখিয়াছি, তাহা অকাট্য; বিদ্যাসাগর দন্তস্ফুট করিতে পারিবেক না। খুড় আমার অহঙ্কারেই মারা গেলেন;—

"নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ।"

অহঙ্কারের চেয়ে বড় শত্রু নাই।

যাহা হউক, খুড় কেমন সংস্কৃত লিখেছেন, ইহা দেখিবার জন্য, তাঁর পুস্তকের কিয়দংশ পড়িলাম; পড়িয়া, খানিক ক্ষণ, গালে হাত দিয়া, ভাবিতে লাগিলাম; দেখিলাম, স্মৃতিবিদ্যা, রচনাবিদ্যা, ব্যাকরণ-

বিদ্যা, খুড় আমার তিন বিদ্যাতেই মূর্ত্তিমন্ত। যদি আর আর বিদ্যাতেও এইরূপ হন, তা হলেই চূড়ান্ত। আমি তাঁর উপযুক্ত ভাইপো বটে, কিন্তু তাঁর মত বেহুদা পণ্ডিত নই। তবে, আমার ব্যাকরণবোধ ও সংস্কৃততে কতকটা দখল আছে। নিজে সংস্কৃত লিখিতে পারি না; কিন্তু, অন্যের লেখা ভাল কি মন্দ, তাহা বিবেচনা করিতে পারি। খুড়ের লেখা দেখিয়া, বোধ হইল, বাবাজী যত জারি করেন, লেখাপড়ায় তত দখল নাই। সংস্কৃত লিখিতে গিয়া, বিলক্ষণ ছরকট করিয়াছেন। বোধ হয়, বিদ্যাসাগর বাবু এ ছরকট টের পান নাই; টের পেলে, এ আড়াআড়ির মুখে, খুড়কে সহজে ছাড়িতেন না। যাহা হউক, সংস্কৃতয় যার ভাল দখল নাই, তার সংস্কৃত লেখা ঝকমারি। খুড়ের সেই ঝকমারির দুই চারিটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি।

১

"সতি চ প্রতিগ্রহাদিনা স্বত্বে বিজাতীয়সংস্কারকরণযোগ্যত্বাৎ অসতি চ স্বত্বে তদসম্ভবাৎ ইত্যন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং স্বত্বস্যৈব সংস্কারহেতুত্বে তদুপায়প্রতিগ্রহাদীনাং তাদৃশসংস্কারপ্রয়োজকত্বম্"। ১। ৭।

"বিজাতীয়সংস্কারকরণযোগ্যত্বাৎ", "তদসম্ভবাৎ", এই দুই স্থলে পঞ্চমী বিভক্তি কেমন করিয়া হইল, বুঝিয়া উঠা ভার। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, এটি

খাঁটি ব্যাকরণের ভুল। খুড় অন্বয় ও ব্যতিরেকের রূপ দেখাইতেছেন; এমন স্থলে, প্রাতিপদিকার্থে প্রথমা না হইয়া, পঞ্চমী হইবার কোনও হেতু লক্ষিত হইতেছে না। "সতি চ প্রতিগ্রহাদিনা স্বত্বে বিজাতীয়-সংস্কারকরণযোগ্যত্বম্, অসতি চ স্বত্বে তদসম্ভব ইত্যন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাম্", এই প্রকার লিখিলে, বোধ হয়, ঠিক হইত।

২

"সোঽয়ং তস্য শেমুষীপ্রতিভাসঃ কিং যুক্তিমবলম্ব্য তদনবলম্ব্য স্বেচ্ছামাত্রেণ বা"। ১৩। ১৪।

"তদনবলম্ব্য", এস্থলে তদ্ শব্দ যুক্তিশব্দের পরিবর্ত্তে প্রযুক্ত হইয়াছে। যুক্তিশব্দ স্ত্রীলিঙ্গ; অতএব, "তামনবলম্ব্য", এইরূপ স্ত্রীলিঙ্গে দ্বিতীয়ার এক বচনে প্রযুক্ত হওয়া উচিত ছিল। ক্লীবলিঙ্গ প্রয়োগ সম্পূর্ণ ব্যাকরণবিরুদ্ধ, সুতরাং নিতান্ত অপপ্রয়োগ।

৩

"বাত্যয়া ঘূর্ণায়মানধূলিচক্রমিব"। ১৪। ২০।

আজন্ম ব্যাকরণব্যবসায়ী তর্কবাচস্পতি খুড়, কোন ব্যাকরণ অনুসারে, "ঘূর্ণায়মান" শব্দ সিদ্ধ করিয়াছেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। আমাদিগের যে অল্পস্বল্প ব্যাকরণজ্ঞান আছে, তদনুসারে, খুড়র মত সংস্কৃত লিখিবার বাযুংশ ঘটিলে, আমরা

ঐ স্থলে হয় "ঘূর্ণমান," নয় "ঘূর্ণ্যমান" এই দুয়ের যা হয় একটা লিখিয়া দিতাম, প্রাণান্তেও, খুড়র মত, ব্যাকরণবিরুদ্ধ শব্দ বিন্যাস করিতাম না। সাধু-ভাষাভাষী বিষয়ী লোকের মুখে, কখনও কখনও "ঘূর্ণায়মান" শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত ব্যাকরণ বড় খল শাস্ত্র, চিরকাল উপাসনা করিলেও, প্রসন্ন হন না।

৪

'নচ অন্ত্যতমাশ্রমস্য নিত্যত্বে গৃহস্থাশ্রমস্যাপি নিত্যত্বং সেৎস্যতি ইতি বাচ্যং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমস্য সকলসম্মতস্যৈব নিত্যত্বেন তদ্ভিন্নস্য রাগপ্রাপ্ত-ত্বেন কাম্যত্বাৎ'। ১৬। ১০।

এস্থলে, "ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমস্য সকলসম্মতস্যৈব নিত্য-ত্বেন", এরূপ না লিখিয়া, "ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমস্য নিত্যতায়া এব সকলসম্মতত্বেন", এইরূপ লেখা আবশ্যক ছিল। তদ্ব্যতিরেকে, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের নিত্যত্বই সর্ব্বসম্মত, এ অর্থের প্রতীতি হইতে পারে না। খুড় যাহা লিখিয়া-ছেন, তাহা নিতান্ত আনাড়ির মত হইয়াছে।

৫

"অথ অগ্ন্যাধাননিত্যত্বাৎ তস্য চৈকত্বাৎ তদঙ্গতয়া নিত্যত্বমিতি'। ১৭। ৯।

এস্থলে, "অগ্ন্যাধানস্য নিত্যত্বাৎ", এইরূপ সমাস না করিয়া লেখা আবশ্যক ছিল। সমাস থাকাতে,

"তস্য চৈকত্বাৎ", এই তদ্ শব্দ দ্বারা অগ্ন্যাধাননিত্যত্বের বোধ হইতেছে, অগ্ন্যাধানের সহিত অন্বয় বোধ জন্মিতেছে না।

৬

'নিত্যকর্ম্মপ্রয়োগান্তভূতাঙ্গানামেব
নিত্যত্বং নতু তদ্বহির্ভূতানাম্'। ১৮। ১৫।

"নিত্যকর্ম্মপ্রয়োগান্তর্ভূতাঙ্গানাম্", এস্থলে সমাস থাকাতে, "তদ্বহির্ভূতানাম্", এই তদ্ শব্দ নিত্যকর্ম্মপ্রয়োগের বোধক হইতেছে না, এবং "অঙ্গানাম্", এই পদের সহিত "তদ্বহির্ভূতানাম্", এই পদের অন্বয় ঘটিতেছে না। "নিত্যকর্ম্মপ্রয়োগান্তর্ভূতাঙ্গানামেব নিত্যত্বং নতু নিত্যকর্ম্মপ্রয়োগবহির্ভূতাঙ্গানাম্'; অথবা, "নিত্যকর্ম্মপ্রয়োগান্তর্ভূতানামেব অঙ্গানাং নিত্যত্বং ন তু নিত্যকর্ম্মপ্রয়োগবহির্ভূতানাম্"; কিংবা, "নিত্যকর্ম্মপ্রয়োগে অন্তর্ভূতানামেব অঙ্গানাং নিত্যত্বং নতু তদ্বহির্ভূতানাম্", এরূপ লিখিলে, অর্থবোধের ব্যাঘাত ঘটিত না।

৭

'এবঞ্চ কালভেদেন বহুবিবাহসমর্থনম্ উত্তরবাক্যস্থসহশব্দসমাকর্ষণাভাবমূলম্ তথা সতি চ উভয়োর্বাক্যয়োর্যুগপদ্বিষয়কত্বেন পুরুষাৎ স্ত্রিয়া বৈলক্ষণ্যাভিধানং সঙ্গতং স্যাৎ। ২১। ১৩।

"যুগপদ্বিষয়কত্বেন", এস্থলে, বোধ করি, "যৌগ-

পত্তবিষয়কত্বেন”, এইরূপ লেখা খুড়র অভিপ্রেত ছিল; কারণ, “যুগপদ্বিষয়কত্বেন” ইহার কোনও প্রকার অর্থপ্রতীতি হওয়া দুর্ঘট।

৮

“দ্বিপদং বহুত্বস্যাপ্যুপলক্ষণম্”। ২১। ১৩।

“যদি গৃহস্থো দ্বে ভার্য্যে বিন্দেত”, এই বৌধায়ন-সূত্রে “দ্বে” এই যে দ্বি শব্দের দ্বিতীয়ার দ্বিবচনান্ত পদ আছে, “দ্বিপদ” শব্দে তাহাই খুড়র অভিপ্রেত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। তাদৃশ অভিপ্রায় হইলে, “দ্বে ইতি পদম্”, এইরূপ লেখা আবশ্যক ছিল; অথবা, “দ্বিশব্দো বহুত্বস্যাপ্যুপলক্ষকঃ”, এরূপ লিখিলেও চলিতে পারিত; “দ্বিপদম্”, ইহা দ্বারা তাদৃশ অর্থ কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতে পারে না। দ্বিপদ শব্দে, দুই পদ, কিংবা, খুড়র মত, দুইপদবিশিষ্ট জন্তু বুঝায়।

৯

“প্রাগ্বৎ অগ্নিরাধেয়ো যয়া”। ৩৪। ১২।

আপস্তম্ববচনে “প্রাগগ্ন্যাধেয়াৎ” এই পাঠ আছে। খুড়, অন্তস্থিত ক্ষুদ্র খণ্ড তকারটি দেখিতে না পাইয়া, “প্রাগগ্ন্যাধেয়া”, এই পাঠ অবলম্বন পূর্ব্বক, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সমাস করিয়া, অর্থসাধনের নিমিত্ত অনর্থ প্রয়াস পাইয়াছেন। সমাসকালে “প্রাক্” শব্দের স্থলে “প্রাগ্বৎ” শব্দ লিখিয়াছেন। “প্রাক্”

শব্দের অর্থ পূর্ব্বে, "প্রাগ্বৎ" শব্দের অর্থ পূর্ব্বের ন্যায়। মূলে "প্রাক্" শব্দ আছে, "প্রাগ্বৎ" শব্দ কোথা হইতে আনিলেন, তিনিই বলিতে পারেন। ফলতঃ, অভিলষিত অর্থলাভের জন্য, খুড় সকলই করিয়া থাকেন।

১০

যাবদিচ্ছং তাবদ্বিবাহস্যোচিতত্বাৎ'। ৩৭। ১৮।

"তাবদ্বিবাহস্যোচিতত্বাৎ", এস্থলে তাবৎ শব্দ রাখিলে, "যাবৎ ইচ্ছা ভবেৎ তাবদ্বিবাহস্যোচিতত্বাৎ" এইরূপ লেখা উচিত; অথবা, তাবৎ শব্দ পরিত্যাগ করিয়া, "যাবদিচ্ছং বিবাহস্যোচিতত্বাৎ", এইরূপ লেখা আবশ্যক। "যাবদিচ্ছং" এই পদ ক্রিয়াবিশেষণ; তাবৎ শব্দ থাকিলে, বিবাহ ক্রিয়ার সহিত উহার অন্বয় ঘটিতে পারে না; এবং, ক্রিয়ার সহিত অন্বয়ের সম্ভাবনা না থাকিলে, ক্রিয়াবিশেষণ পদের প্রয়োগ হয় না।

খুড়, মনের সাধে, দেদার ভুল লিখিয়াছেন। যদি কোনও পণ্ডিত ব্যক্তি, সাহস করিয়া, অর্থাৎ বিদায়ের আশায় বিসর্জন দিয়া, খুড়র ভুলের বিচার করিতে বসেন, এবং লিখিয়া, আর্য্যাবর্ত্তরীতিসংস্থাপনী

সভার সাহায্য লইয়া, পুস্তকাকারে মুদ্রিত করেন; পুস্তক খানি, খুড়র পুস্তক অপেক্ষা, অনেক বৃহৎকায় হয়, সন্দেহ নাই। আমার ইচ্ছা ছিল, সকল ভুল গুলি তুলিয়া, চোখে আঙুল দিয়া, খুড়কে দেখাইয়া দিব। কিন্তু, বড় পুস্তক ছাপাইতে পারি, আমার সেরূপ পয়সার যোগাড় নাই। এজন্য, একদেশ মাত্র দর্শিত হইল। বোধ করি, খুড় আমার ইহাতেই তুষ্ট হইবেন, "অতি অল্প হইল" বলিয়া, রুষ্ট হইবেন না। আমার ইচ্ছা ও অনুরোধ এই, খুড় আর যেন, সংস্কৃত লিখিয়া, বিদ্যা খরচ না করেন। খুড়র লজ্জা সরম কম বটে। কিন্তু, লোকের কাছে, আমাদের মাথা হেঁট হয়। দোহাই খুড়! তোমার পায়ে পড়ি; এমন করে আর চলিও না; এবং, "শতং বদ, মা লিখ", এই অমূল্য উপদেশবাক্য লঙ্ঘন করিয়া, আর কখনও চলিও না। ইত্যস্তু কিং বিস্তরেণ, অর্থাৎ এবার এই পর্য্যন্ত।

কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য।

কলিকাতা

১০ই বৈশাখ ১২৮০ সাল।

আবার

অতি অল্প হইল।

খুড়, বুড় হয়ে, বুদ্ধিহারা হয়েছেন। বুদ্ধিহারা না হইলে, দুর্ব্বুদ্ধির অধীন হয়ে, আমার পুস্তকের উত্তর-দানে অগ্রসর হইতেন না। আমার দর্শিত দোষ সকল যথার্থ দোষ নয়, ইহা প্রতিপন্ন করা খুড়র মনস্থ ছিল; কিন্তু, উত্তর লিখিয়া, ঐ সকল দোষের যথার্থতা সম্পূর্ণ সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। বুদ্ধি থাকিলে, অথবা বুদ্ধিমান্ বন্ধুলোকের পরামর্শ শুনিলে, খুড় এ পাগলামি করিতেন, এরূপ বোধ হয় না। শুনিতে পাই, বিজ্ঞ বন্ধু মাত্রেই খুড়কে উত্তর লিখিতে বারণ করিয়াছিলেন।

'গাদা সকল ভার বইতে পারেন,
কেবল ভাতের কাঠিটি সইতে পারেন না',

এই প্রাচীন কথা অযথা নহে। খুড়কে কত লোকে কত গালি দেয়, কত উপহাস, কত তিরস্কার করে, তাতে খুড়র মনে বিকার মাত্র জন্মে না; কিন্তু আমি, তাঁর ভালর জন্যে, পরিহাসচ্ছলে, দুই একটি উপদেশ দিয়াছিলাম, খুড়র তাহা নিতান্ত অসহ্য হইয়াছে। খুড়

আমার সদাশিব; তাঁর নির্ব্বিকার চিত্তে, অকস্মাৎ, এত অসন্তোষবিষের সঞ্চার হইল কেন, বুঝিতে পারা যায় না। অথবা,

'অসহ্যং জ্ঞাতিদুর্ব্বাক্যম্'।

জ্ঞাতির দুর্বাক্য সহ্য হয় না।

লোকে যত ইচ্ছা গালি দিলে, এবং যত ইচ্ছা উপহাস ও তিরস্কার করিলে, খুড় গায়ে মাখেন না; কেবল, আমি জ্ঞাতি বলিয়া, আমার উপদেশগর্ভ পরিহাস-বাক্য তাঁর বিষতুল্য বোধ হইয়াছে।

খুড় লিখিয়াছেন,

"ভাইপো মহাত্মার আমি কি অনিষ্ট করিয়াছি যে ইনি আমাকে এত কটু ও গালি প্রদান করিয়াছেন"।

এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই, যদিও আমি জ্ঞাতি বটে; কিন্তু, জ্ঞাতিত্ব নিবন্ধন, খুড়র উপর আমার অণুমাত্র আক্রোশ নাই। তবে আমার মহৎ দোষ এই, নিতান্ত অন্যায় দেখিলে, জাতি বা সম্পর্কের অনুরোধে, চুপ করিয়া থাকিতে পারি না। নীতি-শাস্ত্রে বলে,

'দোষা বাচ্যা গুরোরপি'।

গুরুরও দোষ দেখিলে, বলা উচিত।

কিন্তু, এক্ষণে কাল বড় মন্দ হয়েছে। কারও দোষ দেখিয়া, তার হিতার্থে, যথার্থ কথা বলিলে, গালি বলিয়া পরিগৃহীত হয়; এজন্য, অনেকে, তথাবিধ স্থলে, মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু, খুড়র

বিষয়ে সেরূপ ঔদাসীন্য অবলম্বন উপযুক্ত ভাইপোর উচিত নহে; সুতরাং, আপন ধর্ম্মরক্ষার্থে, এবং খুড়র ঐহিক ও পারত্রিক হিতার্থে, অগত্যা কিছু উপদেশ দিতে হইয়াছে। দুর্ভাগ্য ক্রমে, খুড় আমার এমনই সুবোধ ছোকরা, যে আমার অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া, আমি তাঁকে গালি দিয়াছি, এই সিদ্ধান্ত করিয়া, নিতান্ত নির্ব্বোধের ন্যায়, দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁর রকম দেখিয়া বোধ হয়, আমি উপদেশ অর্থাৎ গালি দিলাম কেন, তিনি তাহা জানিতে চাহেন। অতএব, সে বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। খুড়কে উপদেশ অর্থাৎ গালি দিতে পারি, পূর্ব্বতন ও ইদানীন্তন এরূপ বহুতর বিষয় আছে। সকলগুলি বলিতে গেলে, পুঁথি বেড়ে যায়; এজন্য, ইদানীন্তন দুই একটি মাত্র উল্লিখিত হইতেছে।

প্রথম,—ইতিপূর্ব্বে, পাইকপাড়ার রাজবাড়ীতে, বড় জাঁকের একটা শ্রাদ্ধ হয়েছিল। খুড় আমার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতবিদায়ের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। পণ্ডিত মানুষ অধ্যক্ষ হইলেন, ভালই; কিন্তু, অধ্যক্ষতা করিতে গিয়া, কাঁসারির মত, কতকগুলি ঘড়া বিক্রয় করিলেন। এক্ষণে সকলে বলুন, রাজবাড়ীতে এরূপ ঘড়াবিক্রয়, খুড়র পক্ষে, উচিত কর্ম্ম হয়েছে কি না; এবং, সে জন্য, তাঁর উপযুক্ত ভাইপো, দুঃখিত হইয়া, ও অপমানিত বোধ করিয়া, তাঁহাকে উপদেশ অর্থাৎ

গালি দিলে, দোষের কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত কি না।

দ্বিতীয়,—শ্রাদ্ধের দিনে, ঐ রাজবাড়ীতে, খুড় ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে সন্দেসের সরা বিলতে গেলেন; এবং, এক ব্রাহ্মণের হস্তে এক খান সরা দিয়া, সে বেটা ব্রাহ্মণপণ্ডিত নয় জানিতে পারিয়া, তার হাত থেকে সরাখান কেড়ে নিলেন; এবং, সরাগ্রহণপাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, তার গলায় গামছা দিয়া, মনের সাধে, প্রহার করিলেন। এক্ষণে, সকলে বলুন, পরের বাড়ীতে, বৈশাখ মাসে, কর্ম্মের দিনে, নিমন্ত্রিত শত শত ভদ্র লোকের সমক্ষে, তুচ্ছ বিষয়ের জন্যে, ব্রাহ্মণকে প্রহার করা, গুণমণি খুড়র পক্ষে, উচিত কর্ম্ম হয়েছে কি না; এবং আমি, তাঁর উপযুক্ত ভাইপো হয়ে, এমন স্থলে, চুপ করে না থেকে, উপদেশ অর্থাৎ গালি দিলে, দোষের কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত কি না।

তৃতীয়,—ঐ রাজবাড়ীতে, ঐ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে, খুড়, ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বিদায়ের ফর্দ্দে, রাজকুমার ন্যায়রত্নের নামে, ৮৲ টাকার অঙ্কপাত করিয়াছিলেন। ফর্দ্দ দেখিয়া, ন্যায়রত্নের পক্ষে অবিবেচনা হয়েছে এই বলিয়া, বিদ্যাসাগর, ৮৲ টাকার জায়গায়, ১২৲ টাকার অঙ্কপাত করিয়া দেন। বিদায়কালে, ন্যায়রত্ন, ১২৲ টাকা পেয়ে, অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন, এবং,

তাঁর পক্ষে উচিত বিবেচনা হয় নাই, এই কথা জানাইলেন। খুড় কহিলেন, বলিলে বিদ্যাসাগর বিরক্ত হবেন, কিন্তু না বলিলে নয়, এজন্য বলিতে হইল, আমার বিবেচনায়, ন্যায়রত্ন ইহা অপেক্ষা অধিক পেতে পারেন; কিন্তু আমি যে পক্ষ, ন্যায়রত্নও সেই পক্ষ; অর্থাৎ, আমি বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ পুস্তকের উত্তর লিখেছি, ন্যায়রত্নও লিখেছেন; সেই অপরাধে, বিদ্যাসাগর, রাগ করিয়া, ন্যায়রত্নের বিদায় কমাইয়া দিয়াছেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণ শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

বিদ্যাসাগরের উপর অন্যায় দোষারোপ হইতেছে, এবং সকলে অকারণে তাঁহাকে দোষী ভাবিতেছে, ইহা দেখিয়া, কর্ম্মাধ্যক্ষ কৃষ্ণগোপাল ঘোষ বাবু বলিলেন, বাচস্পতি মহাশয়! আপনি এরূপ অন্যায় কথা বলিতেছেন কেন? ইহা কহিয়া, বিদায়ের ফর্দ্দখান খুড়র সম্মুখে ধরিয়া কহিলেন, দেখুন, আপনি, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নামে, ৮৲ টাকার অঙ্কপাত করিয়াছিলেন; ৮৲ টাকা অন্যায় বিবেচনা করিয়া, বিদ্যাসাগর আটের জায়গায় বার করিয়া দিয়াছেন। এমন স্থলে, বিদ্যাসাগর, রাগ করিয়া, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিদায় কমাইয়া দিয়াছেন, এ কথা বলা ভাল হইতেছে না।

জোঁকের মুখে চুণ পড়িলে যেমন হয়, খুড় আমার, অপ্রতিভ হয়ে, সেইরূপ হয়ে গেলেন। এক্ষণে,

সকলে বলুন, অলীক দোষারোপ করিয়া, পরের দুর্নাম ও অনিষ্টচেষ্টা করা, হবিষ্যাশী ধার্ম্মিকচূড়ামণি খুড়র পক্ষে, উচিত কর্ম্ম হয়েছে কি না, এবং তজ্জন্য তাঁর উপযুক্ত ভাইপো রাগ করিলে, ও উপদেশ অর্থাৎ গালি দিলে, দোষের কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত কি না।

বিদ্যাসাগরের তুল্য খুড়র যথার্থ হিতৈষী মিত্র ভূমণ্ডলে নাই। খুড় এখন মানুন না মানুন, তাঁর মান সম্ভ্রম, খ্যাতি প্রতিপত্তি, সকলের মূল বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের সহায়তা ব্যতিরেকে, খুড়র কালেজে প্রবিষ্ট হইবার, কস্মিন্ কালেও, সম্ভাবনা ছিল না। বিদ্যাসাগর, যেরূপ অদ্ভুত চেষ্টা ও কষ্টস্বীকার করিয়া, খুড়কে কালেজে অধ্যাপকের তক্তে বসাইয়া-ছিলেন, তাহা কাহারও সাধ্য নহে। খুড় আমার মহাশয় ব্যক্তি; এখন, বড় লোক হয়ে, সে সকল ভুলিয়া গিয়াছেন। বলিতে কি, খুড়র গায়ে মানুষের চামড়া নাই। যাতে বিদ্যাসাগরের মর্ম্মান্তিক হয়, পিতা পুত্রে সে চেষ্টায়, ক্ষণকালের জন্যেও, অলস ও অমনোযোগী নহেন। বিদ্যাসাগরের কুৎসা করা, খুড়র কুলতিলক জীবানন্দ ভায়ার শরীরধারণের, সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে। শাস্ত্রে বলে, মিত্রদ্রোহীর নিষ্কৃতি নাই। যথা,

মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যশ্চ বিশ্বাসঘাতকঃ।

ত্রয়স্তে নরকং যান্তি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥

মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন, ও বিশ্বাসঘাতক, এই তিন, যত কাল চন্দ্র সূর্য্য থাকিবেন, নরকভোগ করিবেক।

সেতুবন্ধে সমুদ্রে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।
ব্রহ্মহা মুচ্যতে পাপৈর্মিত্রদ্রোহী ন মুচ্যতে ॥

যে ব্রহ্মহত্যা করে, সে সেতুবন্ধে, সমুদ্রে, ও গঙ্গাসাগরসঙ্গমে গিয়া, পাপ হইতে মুক্ত হয়; কিন্তু মিত্রদ্রোহীর কিছুতেই পাপমোচন হয় না।

খুড় লিখেছেন,

"আমি যে যে স্থলে যে যে সূত্র ও যে যে গ্রন্থ দ্বারা আমার লিখিত বাক্য ও পদ সঙ্গত ও শুদ্ধ সপ্রমাণ করিলাম তিনি দোষারোপস্থলে একটিও সূত্রাদির উল্লেখ করেন নাই, সুতরাং সে বিষয়ের উত্তর দেওয়া অনুচিত থাকাতেও, কেবল অন্যান্য লোকের তদ্বাক্যে বিশ্বাস হইয়া আমার গ্রন্থ সদোষ এই ভ্রম না হয় তদর্থেই এই পুস্তক খানি লিখিত হইল"।

খুড় যেরূপে দোষোদ্ধার করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে সকলেই খুড়র বিদ্যা, বুদ্ধি, ও ভদ্রতার বিশিষ্টরূপ পরিচয় পাইয়াছেন। তাঁর গ্রন্থ সদোষ বলিয়া, লোকের ভ্রম না জন্মে, তদর্থেই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। কিন্তু কৌতুকের বিষয় এই, খুড়র দোষোদ্ধারচেষ্টা দ্বারা, তদীয় গ্রন্থ সদোষ, এই ভ্রম, দূরীভূত না হইয়া, সর্ব্বতোভাবে দৃঢ়ীভূতই হইয়াছে।

খুড়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আপত্তির উপপত্তিস্থলে, ব্যাকরণের অনেক সূত্র তুলিয়াছেন, ও অনেক চালাকি খেলিয়াছেন। ঐ দুই আপত্তি নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকরণসংক্রান্ত। খুড় আমার, ব্যাকরণবিদ্যায় অদ্বিতীয় বলিয়া, অভিমান করেন, এবং সেই অভিমানে

মানুষকে মানুষ জ্ঞান করেন না; সুতরাং, ঐ দুই আপত্তির সমাধান সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হওয়া সম্ভব; এজন্য তন্মাত্র আলোচিত হইতেছে।

দ্বিতীয় আপত্তি।

খুড়র লিখন।

"সোহয়ং তস্য শেমুষীপ্রাতিভাসঃ কিং যুক্তিমবলম্ব্য তদনবলম্ব্য স্বেচ্ছামাত্রেণ বা"।

ভাইপোর আপত্তি।

"তদনবলম্ব্য, এ স্থলে তদ্ শব্দ যুক্তি শব্দের পরিবর্ত্তে প্রযুক্ত হইয়াছে। যুক্তি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, অতএব 'তামনবলম্ব্য' এইরূপ স্ত্রীলিঙ্গে দ্বিতীয়ার একবচনে প্রযুক্ত হওয়া উচিত ছিল। ক্লীবলিঙ্গপ্রয়োগ সম্পূর্ণ ব্যাকরণবিরুদ্ধ, সুতরাং নিতান্ত অপপ্রয়োগ"।

খুড়র প্রথম উপপত্তি।

"তদনবলম্ব্য এ স্থলে তদ্ এইটি ক্লীবলিঙ্গের পদ নহে তামনবলম্ব্য তদনবলম্ব্য এইরূপ সমস্ত পদ। সমাস করিলে বিভক্তিকার্য্য না থাকায় 'তদ্' এই আকার হয় যেমত তামাশ্রিতঃ এই বাক্যে তদাশ্রিতঃ হয় এই মত ঐ পদেও সমাস হইয়াছে। দ্বিতীয়ান্ত শব্দমাত্রের

সহিত অন্বয়যোগ্য সুবন্তের সমাস হয় তাহা ভিন্নান্যৈ-কার্থদ্ব্যাদিসংখ্যাপূর্ব্ববব্যাদীনাং চহযষগবাঃ এই মুগ্ধ-বোধস্থূত্র দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছে, দ্বিতীয়ান্তাদি পূর্ব্ব-পদক সমাসকে তৎপুরুষ বলে। এবং দ্বিতীয়াশ্রিতে-ত্যাদি। ২। ১। ২৪ পাণিনিস্থূত্রবার্ত্তিকে গম্যাদীনা-মুপসংখ্যানম্, দ্বিতীয়ান্ত পদের সহিত সঙ্গতার্থ গমি প্রভৃতি শব্দমাত্রের সমাস হয় এই বিধান থাকায় বিকল্পে সমাস হইতে পারে"।

আমি যে কিস্তি দিয়াছিলাম, তাতেই খুড় মাৎ হয়েছেন। তবে

'যত ক্ষণ শ্বাস, তত ক্ষণ আশ।'

'যাবৎ কণ্ঠে প্রাণাঃ তাবৎ চিকিৎসাং কারয়েৎ'।

যাবৎ কণ্ঠে প্রাণ থাকিবেক, তাবৎ চিকিৎসা করাইবেক।

এই চিরন্তনী ব্যবস্থা অনুসারে, কিস্তি সামলাইবার জন্য, খুড় আপাততঃ চাপা দিয়াছেন। কিন্তু প্রামাণি-কেরা বলেন,

'চাপার মুখে না থেকো বাপা'।

এরূপ অবস্থায় চাপা দিলে, সামলান যায় না, দুই এক চালের পরেই মাত হইতে হয়। সে যাহা হউক, আমি পুনরায় কিস্তি দিতেছি। এ কিস্তি চাপা দিয়া সামলাইবার নহে। এই কিস্তিতেই চালিবন্ধ ও মাৎ। হরিবোল!

বক্কেশ্বরেরা আপনি ভিন্ন আর সকলকেই বক্ক

অর্থাৎ বোকা মনে করে, এবং, সকলের কাছেই, ফাজিল চালাকি করিয়া বেড়ায়। খুড়, সেইরূপ চালাকি করিয়া, আমার পুস্তকের জবাব লিখিয়াছেন। কিন্তু, উপযুক্ত ভাইপোর কাছে, চালাকি চলা সহজ নহে। তিনি লিখিয়াছেন, "তদনবলম্ব্য" দুই পদ নয়, সমাস করিয়া একপদ হয়েছে। কিন্তু ব্যাকরণশাস্ত্রে যার সবিশেষ দৃষ্টি ও প্রকৃতরূপ ব্যুৎপত্তি আছে, সে কদাচ অনায়াসে ঈদৃশ অসার কথা বলিতে পারে না।

সূত্র।

দ্বিতীয়া শ্রিতাতীতপতিতগতাত্যস্তপ্রাপ্তাপন্নৈঃ ।২।১।২৪।

শ্রিত, অতীত, পতিত, গত, অত্যস্ত, প্রাপ্ত, আপন্ন, এই কয় শব্দের সহিত, দ্বিতীয়ান্ত পদের সমাস হয়।

বার্ত্তিক

শ্রিতাদিষু গমিগাম্যাদীনামুপসংখ্যানম্।

শ্রিত প্রভৃতির মধ্যে, গমিন্ গামিন্ প্রভৃতি শব্দের গণনা করিতে হইবেক।

অর্থাৎ, পাণিনিসূত্রে শ্রিত প্রভৃতি সাতটি মাত্র শব্দ পরিগৃহীত হইয়াছে; কিন্তু, গমিন্ প্রভৃতি আর কতিপয় শব্দের সহিত, দ্বিতীয়ান্ত পদের সমাসঘটিত প্রামাণিক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়; এজন্য, বার্ত্তিককার মহর্ষি কাত্যায়ন ব্যবস্থা করিয়াছেন, ঐ সকল শব্দেরও সহিত, দ্বিতীয়ান্ত পদের সমাস স্বীকার করিতে হইবেক।

সিদ্ধান্তকৌমুদী

গম্যাদীনামুপসংখ্যানম্। গ্রামং গমী. গ্রামগমী, অন্নং বুভুক্ষুঃ অন্নবুভুক্ষুঃ।

তত্ত্ববোধিনী

গম্যাদয়শ্চ প্রয়োগতো জ্ঞেয়াঃ।

প্রামাণিক প্রয়োগ দৃষ্টে, গমিন্ প্রভৃতি স্থির করিতে হইবেক।

প্রক্রিয়াকৌমুদী

গম্যাদেরিষ্টিঃ। গ্রামং গমী গ্রামগমী, ব্যোম গামী ব্যোমগামী, শাস্ত্রং বুভুৎসুঃ শাস্ত্রবুভুৎসুঃ, অন্নং বুভুক্ষুঃ অন্নবুভুক্ষুঃ ইত্যাদি।

সংক্ষিপ্তসার

দ্বিতীয়া গতাদ্যৈঃ। গতাদ্যৈঃ শব্দৈঃ সহ দ্বিতীয়ান্তং পুরুষো ভবতি। গ্রামং গতঃ গ্রামগতঃ, বেদং বিদ্বান্ বেদবিদ্বান্. তথাচ ব্যাসঃ বিপ্রায় বেদবিদুষে সুবহুশ্রুতায় ইতি। শ্রিত. অতীত, অত্যস্ত, পতিত, প্রাপ্ত, আপন্ন, গমিন্, গামিন্, বুভুৎসু, বুভুক্ষু ইত্যাদি॥

সুপদ্ম।

দ্বিতীয়া শ্রিতাতীতপতিতগতাত্যস্তপ্রাপ্তাপন্নারূঢ়গম্যাদ্যৈঃ। শ্রিতাদ্যৈর্দ্বিতীয়ান্তং সমস্যতে। কষ্টং শ্রিতঃ কষ্টশ্রিতঃ লোকাতীতঃ শ্বভ্রপতিতঃ গ্রামগতঃ তরঙ্গাত্যস্তঃ সুখপ্রাপ্তঃ সুখাপন্নঃ বৃক্ষারূঢ়ঃ গ্রামগমী গ্রামগামী ওদনবুভুক্ষুঃ দ্বিষদ্বীর্য্যনিরাকরিষ্ণুঃ বিপ্রায় বেদবিদুষে।

যাহা দর্শিত হইল, তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, পাণিনি, শ্রিত প্রভৃতি সাতটি শব্দের সহিত, দ্বিতীয়ান্ত পদের সমাস বিধান করিয়াছেন; আর, বার্ত্তিককার, সিদ্ধান্তকৌমুদীকার, প্রক্রিয়াকৌমুদীকার, সংক্ষিপ্তসারকার, সুপদ্মকার প্রভৃতি বৈয়াকরণেরা গমিন্, গামিন্, বুভুক্ষু, বুভুৎসু, বিদ্বস্, আরূঢ়, নিরাকরিষ্ণু প্রভৃতি আর কতিপয় শব্দের পরিগ্রহ করিয়াছেন। 'গমিন্ প্রভৃতি' এই প্রভৃতি শব্দ দ্বারা, কোন কোন শব্দের পরিগ্রহ হইবেক, সে বিষয়ে তত্ত্ববোধিনীকার কহিয়াছেন, প্রামাণিক প্রয়োগ তাহার নিয়ামক; অর্থাৎ, প্রামাণিক গ্রন্থকর্ত্তারা, পাণিনিনির্দ্দিষ্ট ব্যতিরিক্ত, যে সকল শব্দের সহিত, দ্বিতীয়ান্ত পদের সমাসঘটিত প্রয়োগ করিয়াছেন, প্রভৃতি শব্দ দ্বারা উহারাই পরিগৃহীত হইবেক। ইহা দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে, প্রামাণিক গ্রন্থকর্ত্তাদিগের প্রয়োগ ব্যতিরিক্ত, যে কোনও শব্দের সহিত, দ্বিতীয়ান্ত পদের সমাস হইতে পারে না। সুতরাং, খুড়, 'অনবলম্ব্য' এই শব্দের সহিত, 'তাম্' এই দ্বিতীয়ান্ত পদের যে সমাস কল্পনা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ প্রামাদিক ও ব্যাকরণবিরুদ্ধ হইতেছে। পাণিনিসূত্রে 'অনবলম্ব্য' শব্দ পরিগণিত নাই; তবে যদি তিনি, কোনও প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে, প্রয়োগ দেখাইতে পারিতেন, তাহা হইলে

তাঁহার ব্যবস্থাপিত সমাস প্রামাণিক বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারিত; নতুবা, কেবল তাঁহার হুকুম ও মরজি, এই দুই মাত্র প্রমাণ দ্বারা, তাদৃশ সমাসের প্রামাণিকত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

খুড়, বাল্যাবস্থায়, মুগ্ধবোধ পাঠ করিয়া, মোটামুটি ব্যাকরণ শিখিয়াছিলেন; পরে, সিদ্ধান্তকৌমুদী মুদ্রিত করিয়া অবধি, মুগ্ধবোধকে হেয়জ্ঞান করিতে, এবং পাণিনিপ্রণীত ব্যাকরণে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়াছি বলিয়া পরিচয় দিতে, আরম্ভ করিয়াছেন। বস্তুতঃ, ইদানীং, মুগ্ধবোধকে ব্যাকরণ বলিয়া, এবং মুগ্ধবোধব্যবসায়ীদিগের ব্যাকরণজ্ঞান আছে বলিয়া, স্বীকার করেন না। কিন্তু, হিন্দীতে বলে,

‘গরজকী নহী লাজ’।

গরজের লজ্জা নাই।

যেই গরজ আটকেছে, খুড় অমনি হেয়, অশ্রদ্ধেয়, অকিঞ্চিৎকর মুগ্ধবোধকে শিরোধার্য্য করিয়া, সর্ব্বপ্রথম প্রমাণস্থলে পরিগৃহীত করিয়াছেন। মুগ্ধবোধ অতি সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ, তাহাতে সকল কথাই সামান্যাকারে সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে; এজন্য, অন্য অন্য ব্যাকরণে সকল বিষয়ের যেরূপ বিশেষ বিবরণ আছে, মুগ্ধবোধে তাহা নাই। এই কারণ বশতঃ, মুগ্ধবোধব্যবসায়ীরা ব্যাকরণে পরিপক্ক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না। উপস্থিত স্থলে, অন্য

অন্য বৈয়াকরণেরা, কতিপয় শব্দ নির্দ্দেশ করিয়া, দ্বিতীয়াতৎপুরুষ সমাসের বিধান করিয়াছেন। বোপদেব মুগ্ধবোধে, সংক্ষেপের অনুরোধে, বিশেষনির্দ্দেশে পরাঙ্মুখ বা অসমর্থ হইয়া, দ্বিতীয়ান্ত পূর্ব্ব পদের সমাস দ্বিতীয়াতৎপুরুষ, এইরূপে সামান্যাকারে বিধান করিয়াছেন; শ্রিত প্রভৃতি শব্দের সহিত দ্বিতীয়ান্ত পদের সমাস দ্বিতীয়াতৎপুরুষ, এরূপ বিশেষ বিধান করেন নাই। খুড়, গরজে পড়িয়া, মুগ্ধবোধের এই অস্পষ্ট সামান্য নির্দ্দেশ আশ্রয় করিয়া, শব্দ মাত্রের সহিত দ্বিতীয়ান্ত পদের সমাস হয়, ইহা স্থির করিয়াছেন, এবং তদনুসারে, 'তদনবলম্ব্য' এই পদ সমস্ত পদ, ইহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। এক্ষণে সকলে বিবেচনা করুন, পাণিনি, কাত্যায়ন, ভট্টোজিদীক্ষিত, রামচন্দ্রাচার্য্য, ক্রমদীশ্বর, ও পদ্মনাভদত্ত, বিশেষ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, যে স্পষ্ট বিধান করিয়াছেন, তাহা গ্রাহ্য করিয়া তদনুসারে চলা উচিত; অথবা, বোপদেব সামান্যাকারে যে অস্পষ্ট বিধান করিয়াছেন, তন্মাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক, পাণিনি প্রভৃতির বিশেষ নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করা উচিত। খুড়, 'গমিন্ প্রভৃতি' এই প্রভৃতি শব্দ দ্বারা, শব্দমাত্রের পরিগ্রহ অভিপ্রেত বলিয়াছেন। যদি শব্দমাত্রের সহিত দ্বিতীয়ান্ত পদের সমাস অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে বার্ত্তিককার মহর্ষি কাত্যায়ন, 'গমিন্, গামিন্ প্রভৃতির পরিগ্রহ',

এরূপ নির্দ্দেশ না করিয়া, 'শব্দ মাত্রের পরিগ্রহ', এরূপ নির্দ্দেশ করিতেন, সন্দেহ নাই। যাহা হউক,

'শ্রিতাদিষু গমিগাম্যাদীনামুপসংখ্যানম্'।

এই বার্ত্তিকের দুই ব্যাখ্যা পাওয়া যাইতেছে, একটি বহুবিবাহবাদকার তর্কবাচস্পতি খুড়র কৃত, অপরটি তত্ত্ববোধিনীকার জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতীর কৃত। তর্ক-বাচস্পতি খুড় ব্যাখ্যা করিয়াছেন,

দ্বিতীয়ান্ত পদের সহিত, গমিন্ প্রভৃতি শব্দমাত্রের সমাস হয়।

জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতী ব্যাখ্যা করিয়াছেন,

প্রামাণিক প্রয়োগ দৃষ্টে, গমিন্ প্রভৃতি স্থির করিতে হইবেক।

এ দুয়ের মধ্যে কোন ব্যাখ্যা গ্রাহ্য হওয়া উচিত, সকলে বিবেচনা করিবেন।

খুড়র আমার যেরূপ রীতি ও যেরূপ প্রকৃতি, তাহাতে তিনি সহজে দোষ স্বীকার করিবার লোক নহেন। আমার এই পুস্তক প্রচারিত হইলেই, তিনি পুনরায় পাগলামি করিতে ত্রুটি করিবেন না। সুতরাং, খুড় যথার্থ বলিতেছেন, কি উপযুক্ত ভাইপো যথার্থ বলিতেছে, সর্ব্বসাধারণ লোকের এ বিষয়ে সংশয় নিবৃত্তি হওয়া সহজ নহে। এজন্য, বারাণসীনিবাসী প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দর্শিত হইতেছে।

প্রশ্ন।

গৃহং গন্তুং গৃহগন্তুং চন্দ্রং দৃষ্ট্বা চন্দ্রদৃষ্ট্বা যষ্টিমবলম্ব্য যষ্ট্যবলম্ব্য ইত্যেবংরূপঃ সমাসো ভবতি ন বেতি।

গৃহং গন্তুং গৃহগন্তুং, চন্দ্রং দৃষ্ট্বা চন্দ্রদৃষ্ট্বা, যষ্টিমবলম্ব্য যষ্ট্যবলম্ব্য, এরূপ সমাস হয় কি না।

বিচার।

দ্বিতীয়া শ্রিতাতীতপতিতগতাত্যস্তপ্রাপ্তাপন্নৈঃ ।২।১।২৪।

শ্রিতাদিষু গমিগাম্যাদীনামুপসংখ্যানম্।

কেচিদাহুঃ গমিগাম্যাদীনামিত্যাদিপদেন সুবন্তমাত্রস্য পরিগ্রহাৎ গন্তুং দৃষ্ট্বা অবলম্ব্য ইত্যাদীনাঞ্চ সুবন্তত্বেনাঙ্গীকারাৎ গৃহগন্তুং চন্দ্রদৃষ্ট্বা যষ্ট্যবলম্ব্য ইত্যাদিরূপঃ সমাসো নিষ্প্রত্যূহ এবেতি।

কেহ কেহ বলেন, 'গমিন্ গামিন্ প্রভৃতির' এস্থলে প্রভৃতি শব্দ দ্বারা সুবন্তমাত্রের পরিগ্রহ হেতু, এবং গন্তুং, দৃষ্ট্বা, অবলম্ব্য, ইত্যাদির সুবন্ত বলিয়া অঙ্গীকার হেতু, গৃহগন্তুং, চন্দ্রদৃষ্ট্বা, যষ্ট্যবলম্ব্য, ইত্যাদিপ্রকার সমাসের ব্যাঘাত নাই।

অন্যে ত্বাহুঃ গমিগাম্যাদীনামিত্যাদিপদেন গমিন্ গামিন্ বুভুক্ষু বিদ্বস্ প্রভৃতীনাং কতিপয়ানামেব গ্রহণং নতু সুবন্তমাত্রস্য। অতশ্চন্দ্রদৃষ্ট্বেত্যাদিরূপঃ সমাসো ব্যাকরণবিরুদ্ধ এবেতি।

অন্যেরা বলেন, 'গমিন গামিন্ প্রভৃতির' এস্থলে প্রভৃতি শব্দ দ্বারা গমিন্, গামিন, বুভুক্ষু, বিদ্বস্ ইত্যাদি কতিপয় মাত্র শব্দের পরিগ্রহ, সুবন্ত মাত্রের নহে। অতএব, গৃহগন্তুং, চন্দ্রদৃষ্ট্বা, যষ্ট্যবলম্ব্য, ইত্যাদিপ্রকার সমাস নিঃসন্দেহ ব্যাকরণবিরুদ্ধ।

উত্তর।

প্রামাণিকপ্রয়োগঘটকানাং কতিপয়ানামেব গ্রহণং তত্ত্ববোধিনীকারোঽনুমন্যতে ন সর্ব্বেষামিত্যন্যেষাং মতমেবাস্মাকং সম্মতমিতীদং লিখতি

রাজারামশাস্ত্রী
বালশাস্ত্রী চ।

প্রামাণিক প্রয়োগঘটক কতিপয় মাত্র শব্দের পরিগ্রহ তত্ত্ব-বোধিনীকারের অভিমত, সকল শব্দের নহে; এই হেতু বশতঃ, অন্যেরা যাহা বলেন, তাহাই আমাদের সম্মত।

রাজারামশাস্ত্রী
ও বালশাস্ত্রী।

সখারামভট্টানামন্যমতং মতম্।

অন্য পক্ষের মত সখারামভট্টের অভিমত।

অন্যমতং মতমনন্তরামভট্টস্য।

অন্য পক্ষের মত অনন্তরামভট্টের অভিমত।

অন্যে যদ্ ব্রুবন্তি তদস্মাকং সুসমীচীনং প্রতিভাতীতি।

অন্যেরা যাহা বলেন, তাহা আমাদের সুসমীচীন বোধ হইতেছে।

বেচনরামশর্ম্মা।

বামনাচার্য্যোঽপি এতমেব পক্ষং সম্যক্ মনুতে।

বামনাচার্য্যও এই পক্ষকেই সমীচীন বোধ করেন।

অত্রান্যমতমেব সম্যগিতি দ্বিবেদবস্তীরামশর্ম্মা মনুতে।

এস্থলে অন্যেরা যাহা বলেন, দ্বিবেদ বস্তীরাম শর্ম্মা তাহাই সমীচীন বোধ করেন।

অত্রান্যমতমেব সমীচীনমিত্যাহ

রামচন্দ্রশাস্ত্রী
শীতলপ্রসাদঃ।

এস্থলে অন্য পক্ষের মতই সমীচীন,
এই কথা বলিতেছেন

রামচন্দ্রশাস্ত্রী
শীতলপ্রসাদ।

অত্রান্যমতমেব প্রমাণপ্রমিতমিতি প্রমাণীকরোতি ধর্ম্মাধিকারিঢুণ্টিরাজশর্ম্মা।

এস্থলে, ধর্ম্মাধিকারী ঢুণ্টিরাজশর্ম্মার মতে, অন্য পক্ষের মতই প্রমাণসিদ্ধ।

এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, খুড় 'তদনবলম্ব্য' এ স্থলে যে সমাস করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহা সঙ্গত হইতে পারে কি না।

খুড়, ব্যাকরণমতে উপপত্তি দেখাইয়া, ন্যায়মতেও উপপত্তি দেখাইয়াছেন। যথা,

"শব্দশক্তিপ্রকাশিকাতে—দ্বিতীয়াদি সুবর্থস্য ভেদাদেব চ ষড়্‌বিধঃ। ক্রিয়াম্বয়ী দ্বিতীয়াদেরর্থঃ প্রায়োঽত্র যোজিতঃ ক্রিয়াম্বয়ি দ্বিতীয়াদির অর্থভেদে তৎপুরুষ ছয়প্রকার হয় এমত কহিয়াছেন তবে প্রায় এই শব্দ প্রয়োগ করায় কোনও কোনও স্থানে ক্রিয়াম্বয়ী না হইলেও হয় এই মাত্র ভেদ। যেমত "মুহূর্ত্তং সুখং মুহূর্ত্তসুখম্" ইত্যাদি স্থলে দ্বিতীয়ান্ত ক্রিয়াম্বয়ী না হইলেও সমাস হইয়াছে, এই মত বিধান থাকায় তদনবলম্ব্য এই স্থলেও সমাস করা হইয়াছে"।

খুড়র আমার, ব্যাকরণের ন্যায়, ন্যায়শাস্ত্রেও অগাধ

বিদ্যা। বিদ্যাসাগর বহুবিবাহের দ্বিতীয় পুস্তকে লিখি-য়াছেন, খুড়র "নানা শাস্ত্রে দৃষ্টি আছে, কিন্তু কোনও শাস্ত্রে প্রবেশ নাই"। এ স্থলে, তাহাই সম্পূর্ণ সপ্রমাণ হইতেছে। খুড়র অবলম্বিত কারিকাতে, জগদীশ তর্কালঙ্কার, দ্বিতীয়াদির অর্থভেদে তৎপুরুষ ছয় প্রকার, দ্বিতীয়াদির অর্থের ক্রিয়ার সহিত অন্বয় থাকা আবশ্যক, কোনও কোনও স্থলে অন্বয় না থাকিলেও, তৎপুরুষ সমাস হইতে পারে, এতন্মাত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা শব্দ মাত্রের সহিত দ্বিতীয়ান্ত পদের সমাস হয়, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে না। আর, যদিই তাহা কথঞ্চিৎ অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলেও, 'তামনবলম্ব্য' এ স্থলে, 'তদনবলম্ব্য' এরূপ সমাস কোনও মতে গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রেত হইতে পারে না। কারণ,

যাদৃশস্য মহাবাক্যস্থান্ত্যস্থাদির্নিজার্থকে।
যাদৃশার্থস্য ধীহেতুঃ স সমাসস্তদর্থকঃ॥

জগদীশ সমাসের এই যে লক্ষণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা, 'অনবলম্ব্য' এই শব্দের সহিত, 'তাম্' এই পদের সমাস কোনও মতে ঘটিতে পারে না। নিজে, শব্দশক্তিপ্রকাশিকা দেখিয়া, অর্থসংগ্রহ ও তাপর্য্যনির্ণয় করিতে পারেন, খুড়র সে বিদ্যা ও সে ক্ষমতা নাই। এজন্য, তাঁহাকে এই উপদেশ অর্থাৎ গালি দিতেছি, যদি কোনও ন্যায়বাদী ন্যায়শাস্ত্রব্যবসায়ীর সহিত, তাঁহার ভালরূপ আলাপ ও আত্মীয়তা থাকে, তাঁহার নিকট

এই কারিকার অর্থ বুঝিয়া লইবেন; তাহা হইলে জানিতে পারিবেন, যে সকল শব্দের উত্তর ত্ব, তল্ প্রভৃতি ভাবপ্রত্যয় না হয়, তাহাদের সমাস হইতে পারে না; ক্ত্বা, ল্যপ্ প্রভৃতি প্রত্যয়সাধিত শব্দ সকলের উত্তর ত্ব, তল্ প্রভৃতি ভাবপ্রত্যয় হয় না; সুতরাং, 'অনবলম্ব্য' এই ল্যবন্তভাগের সহিত, 'তাম্' এই দ্বিতীয়ান্ত পদের সমাস হওয়া সুদূরপরাহত।

এ স্থলে, খুড় মহাশয়কে আর একটি উপদেশ অর্থাৎ গালি দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। তিনি অতঃপর যা কিছু লিখিবেন, কালেজের পণ্ডিত মহেশ ন্যায়রত্ন, দ্বারী বিদ্যাভূষণ, গিরিশ বিদ্যারত্ন, কেরাণি কালী গাঙ্গুলি, জমাদার জুরাণ সিংহ প্রভৃতি তাঁর যে সকল বিশিষ্ট আত্মীয় আছেন, তাঁহাদিগকে না দেখাইয়া, তাহা প্রচারিত না করেন। কালী গাঙ্গুলি ও জুরাণ সিংহ, খুড়র মত, সংস্কৃত বিদ্যায় ফাজিল নহেন, যথার্থ বটে; কিন্তু, খুড় অপেক্ষা, তাঁহাদের বুদ্ধি ও বিবেচনা ভাল, তাহার সন্দেহ নাই। যদিও তাঁহারা, সংস্কৃতবিদ্যা বিষয়ে, সম্যক্ সাহায্য করিতে না পারুন, কিন্তু বুদ্ধি দিতে পারিবেন। সংস্কৃতবিদ্যায় খুড়র পেট ভরা আছে; সে বিষয়ে তাঁহার অপ্রতুল নাই। যে বিষয়ে অপ্রতুল আছে, তাহাতেই সাহায্যগ্রহণ আবশ্যক। ফলকথা এই, অমূলক অভিমান বশতঃ, বুদ্ধিমান্ লোকের পরামর্শগ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়া, পদে

পদে অপদস্থ হওয়া ভাল দেখায় না। অথবা, আমার এ উপদেশ অর্থাৎ গালি দেওয়া সর্ব্বথা নিরর্থক হইতেছে; কারণ, খুড় পৃথিবীর মধ্যে কাহাকেও মানুষ জ্ঞান করেন না। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, সংস্কৃতবিদ্যা কেবল তাঁর পেটেই অন্তঃসলিলা বহিতেছে। খুড় অনেক আহার অর্থাৎ সংগ্রহ করিয়াছেন, যথার্থ বটে; কিন্তু সংস্কৃতবিদ্যা নিরতিশয় গুরুপাক দ্রব্য, হজম করিতে পারেন নাই; সুতরাং, অপচার ও উদরাধ্মান হইয়া রহিয়াছে, মধ্যে মধ্যে যে নিঃসরণ হইতেছে, তাহার সৌরভে সমস্ত দেশ আমোদিত করিতেছে।

এ স্থলে, কালেজের আর কয়টা হতভাগা পণ্ডিতের নামোল্লেখ করিলাম না; কারণ, সুশীল খুড় মহাশয় তাঁহাদিগকে ছুঁচ, ইঁদুর, চামচিকা-বরাবর জ্ঞান করেন। এ বিষয়ে তাঁহারা খুড়র প্রকৃত পরিবর্ত্তঘর; খুড় তাঁহাদিগকে যেরূপ হেয়জ্ঞান করেন, তাঁহারাও খুড়কে তদনুরূপ হেয়জ্ঞান করিয়া থাকেন। ইহাকেই বলে, আরসীর মুখ দেখা।

কোনও বিখ্যাত অধ্যাপকের চৌপাড়ীতে দশ বার বৎসর থাকিয়া, খুড়র মত বুদ্ধিমান্ এক ব্যক্তি সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি, পাঠ সমাপ্ত করিয়া, স্বগ্রামে আসিলে, গ্রামস্থ ভদ্র লোকে, অনেক ব্যয় করিয়া, চৌপাড়ীঘর প্রস্তুত করিয়া দিলেন, এবং

ছাত্রদের আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, তাঁহাকে অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত করিলেন। তাঁহাদের এত করিবার উদ্দেশ্য এই যে, গ্রামে অধ্যাপক রহিলেন, ব্যবস্থার জন্য অন্য স্থানে যাইতে হইবেক না। দুর্ভাগ্য বশতঃ, তাঁর কাছে ব্যবস্থা চাহিলে, তিনি, পুঁথি হাঁট্‌কাইয়া, হয় ব্যবস্থা বলিতে পারিতেন না, নয় উল্টা ব্যবস্থা বলিয়া দিতেন। গ্রামস্থ লোকে, বিরক্ত হইয়া, তাঁর অধ্যাপকের নিকটে গেলেন, এবং সবিশেষ সমস্ত জানাইয়া, এই অনুযোগ করিতে লাগিলেন, বিদ্যালঙ্কারকে আপনি কি পড়াইয়াছেন; তাঁর কিছু মাত্র বিদ্যা জন্মিয়াছে, আমাদের এরূপ বোধ হয় না।

এই অনুযোগ শুনিয়া, অধ্যাপক ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, 'মনে কর, তোমরা অন্ধকার ভাঁড়ারে, তাড়াতাড়ি, নানা দ্রব্যসামগ্রী আনিয়া ফেলিয়াছ; আলো দেওয়া হয় নাই, ও যে স্থানে যে দ্রব্য রাখা উচিত, সে ব্যবস্থা করা হয় নাই; এ অবস্থায়, কোনও একটা দ্রব্য শীঘ্র বাহির করিয়া আনিতে বলিলে, হয় তোমরা তৎক্ষণাৎ তাহা দিতে পারিবে না, নয় একটা উল্টা দ্রব্য আনিয়া দিবে। সেইরূপ বিদ্যালঙ্কারও, তাড়াতাড়ি, অনেক বিদ্যা পেটে পুরিয়া লইয়া গিয়াছেন, এখনও সব সাজান হয় নাই। যত দিন সাজান না হইতেছে, তত দিন এইরূপ হইবেক; সাজান হইলে, আর কোনও গোলযোগ থাকিবেক না'।

খুড়র আমার, দুর্ভাগ্য ক্রমে, ঠিক সেইরূপ ঘটিয়াছে; পেটে নানা বিদ্যা বোঝাই লইয়াছেন, অদ্যাপি সাজাইয়া উঠিতে পারেন নাই। বোধ হয়, এ যাত্রা এই ভাবেই গেল। এ দিকে নিকট হয়ে এল, আর কবে সাজাইবেন।

খুড়র দ্বিতীয় উপপত্তি।

"সংস্কৃত শব্দ কামধেনু নানামত সমাস হইতে পারে তাহাতে ভুল হয় না। যথা—"সা যুক্তিরনবলম্ব্যা অনবলম্বনীয়া যস্যাঃ তাদৃশী যা স্বেচ্ছা তন্মাত্রেণ" এই সমুদায় একটী সমস্ত পদ তাহারও এইমত অর্থ, সে কি যুক্তি যাহার অবলম্বনীয়া নহে এমত যে স্বেচ্ছা তন্মাত্র দ্বারা এই মত অর্থ হইলেও প্রকৃতার্থ বিরুদ্ধ হয় না, অনবলম্ব্যা শব্দটি বিশেষণ হইলেও বিধেয়-প্রাধান্যবিবক্ষায় পরনির্দ্দেশ হইয়াছে"।

সংস্কৃত শব্দ কামধেনু বটে; কিন্তু খুড়, কামধেনু দোহন না করিয়া, কামধেনু বধ করিয়াছেন। এত কাল ব্যাকরণ ব্যবসায় করিয়া, তিনি যে বহুব্রীহি সমাস অবলম্বন পূর্ব্বক "তদনবলম্ব্যস্বেচ্ছামাত্রেণ" এইরূপ এক পদ সিদ্ধ করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা উপহাসের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। বহুব্রীহি সমাসের নিয়ম এই, বিশেষণ পদের পূর্ব্বনিপাত হয়। যথা;

সপ্তমীবিশেষণে বহুব্রীহৌ। ২। ২। ৩৫।

বহুব্রীহি সমাসে সপ্তম্যন্তপদ ও বিশেষণপদের পূর্ব্বনিপাত হয়।

কিন্তু, “তদনবলম্ব্য” এস্থলে, অনবলম্ব্য এই বিশেষণ-পদের পরনিপাত হইতেছে; সুতরাং পাণিনিসূত্রের সহিত স্পষ্ট বিরোধ ঘটিতেছে। খুড়, যে উদাহরণ দ্বারা, বিশেষণপদের পরনিপাতের সমর্থনচেষ্টা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ব্যাকরণশাস্ত্রে তাঁহার প্রকৃতরূপ ব্যুৎপত্তি জন্মে নাই, তাহাই সপ্রমাণ হইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন,

> “অন্যত্রও এমত দৃষ্ট হইতেছে, যেমত ‘‘ব্রাহ্মণা মধুরপ্রিয়াঃ,” এই বাক্যে প্রিয়পদটি মধুরের বিশেষণ হইলেও পরনিপাত হইয়াছে”।

উপরি দর্শিত পাণিনিসূত্রে পূর্ব্বনিপাত নিয়মিত হওয়াতে, বিশেষণপদের পরনিপাত হইতে পারে না। তবে, ‘মধুরপ্রিয়াঃ’ এ স্থলে, প্রিয় এই বিশেষণপদের পরনিপাত,

> “বা প্রিয়স্য”।
>
> প্রিয় শব্দের বিকল্পে পূর্ব্বনিপাত হয়।

বার্ত্তিককারের এই বিশেষ ব্যবস্থা দ্বারা, নিয়মিত হইয়াছে। অতএব, ‘মধুরপ্রিয়াঃ’ এই দৃষ্টান্ত দর্শাইয়া, বিশেষণপদ মাত্রের পরনিপাত ব্যবস্থাপিত হইতে পারে না। এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, খুড়র দ্বিতীয় উপপত্তি সঙ্গত হইতেছে কি না।

খুড়র তৃতীয় উপপত্তি।

“অথবা তস্যাঃ যুক্তেরনবলম্বঃ তমর্হতি ত্যর্থে যৎ। তদনব-

লভ্যা যা স্বেচ্ছা তন্মাত্রেণ" যুক্তির অবলম্বনানর্হ স্বেচ্ছামাত্র দ্বারা, এই অর্থ প্রতীত হয় ইহাতেও প্রকৃতার্থ সঙ্গত হয় তাহাতে এক বারে ভুল কহিয়াছেন তাহাই ভুল।

খুড়র এই উপপত্তিতে দুটি বিপ্রতিপত্তি উপস্থিত হইতেছে। প্রথম—'অর্হতি' এই অর্থে, শব্দবিশেষের উত্তর যৎ প্রভৃতি প্রত্যয় হয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু 'অর্হতি' পদের অর্থ 'লব্ধং যোগ্যো ভবতি', লাভ করিতে যোগ্য, অর্থাৎ পাইবার উপযুক্ত। যেমন 'শ্বেতচ্ছত্রমর্হতি', শ্বেতচ্ছত্র পাইবার উপযুক্ত, এই অর্থে, 'শ্বৈতচ্ছত্রিকঃ'; 'দণ্ডমর্হতি', দণ্ড পাইবার উপযুক্ত, এই অর্থে, 'দণ্ড্যঃ'; 'দক্ষিণামর্হতি', দক্ষিণা পাইবার উপযুক্ত, এই অর্থে, দক্ষিণ্যঃ'; 'কড়ঙ্গরমর্হতি', কড়ঙ্গর পাইবার উপযুক্ত, এই অর্থে, 'কড়ঙ্গরীয়ঃ' ইত্যাদি। কিন্তু 'যুক্তেরনবলম্বমর্হতি' যুক্তির অনবলম্ব পাইবার উপযুক্ত, ইহা দ্বারা কোনও প্রকার সঙ্গত অর্থ প্রতীয়মান হয় না; সুতরাং, 'অর্হতি' অর্থে যৎ প্রত্যয় হইবার স্থল হইতে পারে না।

দ্বিতীয়—'অর্হতি' অর্থে, যে যে শব্দের উত্তর যে যে প্রত্যয় হয়, তৎপ্রদর্শনার্থে, ঐ প্রকরণের পাণিনিসূত্র গুলি, ভট্টোজিদীক্ষিতের বৃত্তি ও উদাহরণ সহিত, উদ্ধৃত হইতেছে। তদ্দ্বারা দৃষ্ট হইবেক, সকল শব্দের উত্তর যৎপ্রত্যয় হয় না।

তদর্হতি। ৫। ১। ৬৩।

লব্ধুং যোগ্যো ভবতীত্যর্থে দ্বিতীয়ান্তাৎ ঠঞাদয়ঃ স্যুঃ। শ্বেত-ছত্রমর্হতি শ্বৈতচ্ছত্রিকঃ।

ছেদাদিভ্যো নিত্যম্। ৫। ১। ৬৪।

নিত্যমাভীক্ষ্ণ্যম্। ছেদং নিত্যমর্হতি ছৈদিকো বৃক্ষঃ।

শীর্ষচ্ছেদাৎ যচ্চ। ৫। ১। ৬৫।

শীর্ষচ্ছেদং নিত্যমর্হতি শীর্ষচ্ছেদ্যঃ শৈর্ষচ্ছেদিকঃ।

দণ্ডাদিভ্যঃ। ৫। ১। ৬৬। (১)

এভ্যো যৎ স্যাৎ। দণ্ডমর্হতি দণ্ড্যঃ।

পাত্রাদ্‌ঘশ্চ। ৫। ১। ৬৮।

চাৎ যৎ। তদর্হতীত্যর্থে। পাত্রিয়ঃ পাত্র্যঃ।

কড়ঙ্গরদক্ষিণাচ্ছ চ। ৫। ১। ৬৯।

চাৎ যৎ। কড়ঙ্গরং মাষমুদ্গাদিকাষ্ঠমর্হতীতি কড়ঙ্গরীয়ো গৌঃ কড়ঙ্গর্য্যঃ। দক্ষিণামর্হতীতি দক্ষিণীয়ঃ দক্ষিণ্যঃ।

---

(১) খুড় যে সিদ্ধান্তকৌমুদী মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে "দণ্ডাদিভ্যো যৎ" এইরূপ পাঠ ধরিয়াছেন; কিন্তু তাহা প্রামাণিক বোধ হইতেছে না। তত্ত্ববোধিনীকার, "দণ্ডাদিভ্যঃ" এই পাঠ ধরিয়া, পূর্ব্বসূত্র হইতে যৎপ্রত্যয়ের অনুবৃত্তি হইতেছে, কহিয়াছেন। যথা,

"দণ্ডাদিভ্যঃ। পূর্ব্বসূত্রাৎ যৎ অনুবর্ত্ততে ইত্যাহ যৎ স্যাদিতি"। খুড় আমার "দণ্ডাদিভ্যো যৎ" এই যৎযুক্ত পাঠ কোথায় পাইলেন, তিনিই বলিতে পারেন। বৈয়াকরণসর্ব্বস্বে "দণ্ডাদিভ্যো যঃ" এইরূপ পাঠ ধৃত হইয়াছে। কিন্তু তত্ত্ববোধিনীকার উহাকেও অশুদ্ধ পাঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা,

"কেচিত্তু দণ্ডাদিভ্যো যঃ ইতি পঠন্তি, স চাপপাঠ এব"।

ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, খুড়র ব্যাকরণবিদ্যা তথৈব চ। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, খুড়র সিদ্ধান্তকৌমুদী দেখিয়া, কাশীর পণ্ডিতেরা কহিয়াছিলেন, "তারানাথের ব্যাকরণজ্ঞান নাই"; এক্ষণে তাহা অলীক ও অপ্রকৃত বোধ হইতেছে না।

স্থালীবিলাৎ। ৫। ১। ৭০

স্থালীবিলমর্হন্তি স্থালীবিলীয়াস্তণ্ডুলাঃ স্থালীবিল্যাঃ।

যজ্ঞর্ত্বিগ্‌ভ্যাং ঘখঞৌ। ৫। ১। ৭১।

যথাসংখ্যং স্তঃ। যজ্ঞমর্হতি যজ্ঞিয়ঃ ঋত্বিজমর্হতি আর্ত্বিজীনঃ।

ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে, দণ্ডাদি অর্থাৎ দণ্ড, মুসল, মধুপর্ক, কশা, অর্ঘ, মেঘ, মেধা, সুবর্ণ, উদক, বধ, যুগ, গুহা, ভাগ, ইভ, ভঙ্গ, এই পনর শব্দের উত্তর নিত্য যৎ হয়; আর শীর্ষচ্ছেদ, পাত্র, কড়ঙ্গর, দক্ষিণা, স্থালীবিল, এই পাঁচ শব্দের উত্তর বিকল্পে যৎ হয়। "অনবলম্ব" শব্দটি দণ্ডাদির মধ্যে পরিগণিত নাই; সুতরাং, উহার উত্তর যৎপ্রত্যয় হওয়া সম্ভব বোধ হইতেছে না।

এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, 'তদনবলম্ব্য' এ স্থলে, আমার দর্শিত দোষের উদ্ধারার্থে, খুড় যে ত্রিবিধ উপপত্তি করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হইয়াছে কি না। ফলকথা এই, খুড় আমার বড় সুবোধ ছেলে; এক ভুল সারিবার চেষ্টায়, সারি সারি, রকম রকমের, ভুল করিয়াছেন। শুনিয়াছি, বালকদিগের পাঠ্য কোনও ইঙ্গরেজি পুস্তকে লেখা আছে, "একটি মিথ্যা ঢাকিবার জন্য, দশটি মিথ্যা কহিতে হয়, অথচ প্রথম মিথ্যাটি সামলান যায় না"; সেইরূপ, অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ খুড় মহাশয়, ব্যাকরণের একটি ভুল ঢাকিবার জন্য, কতকগুলি ভুল করিয়াছেন,

অথচ প্রথম ভুলটি সামলাইতে পারেন নাই। তিনি সুবোধ ও বুদ্ধিজীবী হইলে, 'তদনবলম্ব্য' এস্থলে ভুল হইয়াছে, ইহা অনায়াসে ও অক্ষুব্ধচিত্তে স্বীকার করিতেন। তবে মান বাঁচাইবার জন্যে, 'দৈবাৎ ভুল হয়েছে, মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ', এই কথা বলিলেই, সকল দিক রক্ষা হইত। চতুর ও চালাক হইলে, 'তামনবলম্ব্য' এইরূপ লিখিয়াছিলাম, 'তদনবলম্ব্য' এটি ছাপার ভুল; আমার দোষের মধ্যে, ভালরূপ প্রূফ শুদ্ধ করিতে জানি না; ইহা কহিয়া কাটাইতে পারিতেন। কেবল লঘুচিত্ত ও বক্কেশ্বর বলিয়া, এত ঢলাইয়াছেন। যদি চালাকি করাই অভিপ্রেত ছিল, তাহা হইলে, 'তদনবলম্ব্য' এ স্থলে তদ্ শব্দটি অব্যয়, এই বলিলে, বরং অপেক্ষাকৃত বুদ্ধির কাজ হইত। বোধ হয়, ব্যাকরণে ও অভিধানে, অব্যয় তদ্ শব্দ হেতু অর্থে লিখিত আছে, এই ভয়ে সে পক্ষে অগ্রসর হইতে পারেন নাই; কিন্তু নানা গ্রন্থে দৃষ্টি ও প্রবেশ থাকিলে, হেতু ভিন্ন অন্য অর্থেও, ঐ শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাইতেন।

তৃতীয় আপত্তি

খুড়ের লিখন।

"বাত্যয়া ঘূর্ণায়মানধূলিচক্রমিব"।

ভাইপোর আপত্তি।

"আজন্ম ব্যাকরণব্যবসায়ী তর্কবাচস্পতি খুড়, কোন ব্যাকরণ অনুসারে, ঘূর্ণায়মান শব্দ সিদ্ধ করিয়াছেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন।"

খুড়ের প্রথম উপপত্তি।

"ঘূর্ণধাতোঃ পচাদ্যচ্ ঘূর্ণঃ। ততঃ ডাজ্‌লোহিতাদেঃ পঞ্চ মুগ্ধবোধম্ "লোহিতাদিডাজ্‌ভ্যঃ ক্যষ্" ৩।১।১৩ "বা ক্যষঃ" ১। ৩। ৯০। পাণিনিসূত্রে "লোহিতাদিরাকৃতিগণঃ" পাণিনিগণসূত্রম্। এই সকল সূত্র দ্বারা ঙ্য বা ক্যষ্ প্রত্যয় করিলে ক্যষন্ত ধাতুর উত্তর বিকল্পে আত্মনেপদ হয় বিধান থাকায় তাহার পর শানচ্ করিয়া ঐ পদ সিদ্ধ হইয়াছে"।

খুড়, ঘূর্ণধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয় করিয়া, ঘূর্ণ এই শব্দ সিদ্ধ করিয়াছেন; তৎপরে, ঘূর্ণশব্দের উত্তর ঙ্য বা ক্যষ্ প্রত্যয় করিয়া, ঘূর্ণায় নামধাতু, এবং উহার উত্তর শানচ্ প্রত্যয় করিয়া, ঘূর্ণায়মান শব্দ সাধিয়াছেন। এ স্থলে বক্তব্য এই যে, পাণিনিসূত্রে ও মুগ্ধবোধসূত্রে, লোহিত প্রভৃতি শব্দের উত্তর, ঙ্য বা ক্যষ্ প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে; তদনুসারে, লোহিতায়মান, মন্দায়মান, ফেনায়মান ইত্যাদি শব্দ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

কিন্তু খুড়র অভিমত ঘূর্ণ শব্দ লোহিতাদিগণের মধ্যে পরিগণিত দৃষ্ট হইতেছে না ; সুতরাং, উহার উত্তর ঙ্য বা ক্যষ্ প্রত্যয় হওয়া সম্ভব বোধ হয় না। যথা,—

লোহিত, চরিত, নীল, ফেন, ভদ্র, হরিত, দাস, মন্দ। লোহিতাদিরাকৃতিগণঃ। বৈয়াকরণসর্ব্বস্ব।

লোহিত, ধর্ম্ম, হরিত, নীল, মন্দ, ফেন, ভদ্র, মল্ল, বর্ম্মন্, নিদ্রা, কৃপা, করুণা। লোহিতাদি। দুর্গাদাস।

তবে, শিষ্টপ্রয়োগ থাকিলে, লোহিতাদিগণের মধ্যে পরিগৃহীত বলিয়া কল্পনা পূর্ব্বক, ঘূর্ণ শব্দের উত্তর ঙ্য বা ক্যষ্ প্রত্যয় করিয়া, ঘূর্ণায় এরূপ নামধাতু ও ঘূর্ণায়মান এরূপ শব্দ সিদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারিত। সে যাহা হউক, খুড় ভুল কবুল করিলে, সকল গোল মিটিয়া যাইত ; তাহা না করিয়া, দুর্ব্বুদ্ধির অধীন হইয়া, শিষ্টপ্রয়োগ দ্বারা স্বকৃত প্রয়োগের প্রামাণ্যপ্রতিপাদনার্থে, যে অদ্ভুত চালাকি খেলিয়াছেন, তাহা দেখিয়া অবাক হইয়াছি। যথা

"এ শব্দ আমিই প্রয়োগ করিয়াছি এমত নহে। ন্যায়কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশেও "ঘূর্ণায়মানঘূর্ণসংঘাতবৎ" এই মত প্রয়োগ করিয়াছেন"।

উদয়নাচার্য্য, পরকাল ও পরমেশ্বরের অস্তিত্ব সংস্থাপনার্থে, যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তার নাম ন্যায়কুসুমাঞ্জলি ; আর, চিন্তামণিকার গঙ্গেশোপাধ্যায়ের পুত্র বর্দ্ধমানোপাধ্যায় ঐ গ্রন্থের যে টীকা করিয়াছেন,

তাহা ন্যায়কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশ নামে প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থ ইদানীং নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। খুড়, চালাকি করিয়া, এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের নাম দিয়া, "ঘূর্ণায়মানঘূর্ণসংঘাতবৎ", এই পাঠ তুলিয়াছেন। ইহাতে, ঘূর্ণ শব্দ ও ঘূর্ণায় নামধাতু, উভয়েরই প্রয়োগ পাওয়া যাইতেছে। তিনি ভাবিয়াছেন, এই পুস্তক এ দেশে অপ্রাপ্য; সুতরাং, তাঁহার উদ্ধৃত পাঠ উহাতে আছে কি না, পুস্তক বিরহে কেহ তদ্বিষয়ে বিবাদ করিতে পারিবেন না। আসল কথা এই, খুড়, লোকের মুখে শুনিয়া, অথবা অপ্রতিহত বুদ্ধিশক্তির প্রভাবে কল্পনা করিয়া, ঐরূপ পাঠ তুলিয়াছেন; এবং, আমাদের চক্ষে ধূলিমুষ্টি প্রক্ষেপ করিবার নিমিত্ত, এক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের দোহাই দিয়াছেন। কিন্তু, আমি তাঁর নাছোড়বন্দা ভাইপো; আমার হাতে পড়িয়া, সহজে এড়াইয়া যাইবেন, সে প্রত্যাশা করা অন্যায়। সত্য বটে, প্রথমতঃ, তাঁহার উল্লিখিত গ্রন্থের প্রাপ্তি বিষয়ে, একপ্রকার হতাশ হইয়াছিলাম। কিন্তু চেষ্টার অসাধ্য কর্ম্ম নাই। অবশেষে, অনেক যত্নে, বন্ধুজনের সহায়তায়, অতি দূর দেশান্তর হইতে, ঐ গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে। সকলে শুনিয়া চমৎকৃত হইবেন, উহাতে খুড়র উদ্ধৃত

"ঘূর্ণায়মানঘূর্ণসংঘাতবৎ"

এ পাঠ নাই। অতএব, "ন্যায়কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশেও

এই মত প্রয়োগ করিয়াছেন”, ধার্ম্মিকচূড়ামণি, সত্যনিষ্ঠ খুড়র এই অসংসাহসিক নির্দ্দেশ কেবল লোকের চক্ষে ধূলিপ্রক্ষেপের উন্মত্তপ্রয়াস মাত্র।

উদয়নাচার্য্যের প্রণীত ন্যায়কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থ গদ্য ও কারিকা উভয়াত্মক; কিয়দংশ গদ্যে, কিয়দংশ অনুষ্টুপ্ছন্দে রচিত কারিকায়, সঙ্কলিত। বর্দ্ধমানোপাধ্যায়ের ন্যায়কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশে সমগ্র গ্রন্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু রামভদ্র সার্ব্বভৌম ও হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার কেবল কারিকা অংশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রামভদ্র, দ্বিতীয় স্তবকের তৃতীয় কারিকার ব্যাখ্যাস্থলে, ঐ কারিকার পূর্ব্ববর্ত্তী মূল গদ্যভাগ তুলিয়াছেন; প্রকৃতোপযোগী বলিয়া, তাহার শেষাংশ মাত্র উদ্ধৃত হইতেছে;—

> “তথাচ ব্রহ্মাণ্ডে পরমাণুসাত্তবিতরি পরমাণুষু স্বতন্ত্রেষু প্রাগাসীনেষু তদন্তর্ব্বর্ত্তিনঃ প্রাণিগণাঃ ক বর্ত্তন্তাং কুপিতকপিকপোলান্তর্গতোতুম্বরমশকসমূহবৎ দবদহনদহ্যমানদারুদরবিবর “ঘূর্ণমানঘুণসংঘাতবৎ” প্রলয়পবনোল্লাসনীয়ৌর্ব্বানলনিপাতিপোতগতসাংযাত্রিকসার্থবদ্ধা”।

এ স্থলে ঘূর্ণমান শব্দ আছে, ঘূর্ণায়মান শব্দ নাই; ঘুণ শব্দ আছে, ঘূর্ণ শব্দ নাই (১)। উপরি উদ্ধৃত

---

(১) আমি, খুড়র মত চালাকি করিয়া, অমূলক পাঠ তুলিলাম না। অধুনা লোকান্তরবাসী, শোভাবাজারনিবাসী, বিখ্যাতনামা, রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের বাটীতে যে পুস্তক আছে, তাহা হইতে এই অংশ উদ্ধৃত হইল।

গদ্যভাগ ন্যায়শাস্ত্রব্যবসায়ীদিগের অনেকেরই কণ্ঠস্থ আছে। খুড় আমার, আজ কাল, অনেক জায়গায়, বিদায়ের কর্ত্তা; এজন্য, অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিত, মনে মনে খুড়র উপর মর্ম্মান্তিক চটা হইয়াও, মৌখিক বিলক্ষণ খাতির রাখেন। বোধ হইতেছে, খুড় কোনও নৈয়ায়িককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি কোনও স্থানে ঘূর্ণায়মানশব্দের প্রয়োগ পাইয়াছেন কি না। নৈয়ায়িক, খুড়কে খুসি করিবার জন্য, অথবা, খুড়র মাথা খাইবার জন্য, "ঘূর্ণমানঘুণসংঘাতবৎ" ইহার স্থলে "ঘূর্ণায়মানঘুণসংঘাতবৎ" এই আবৃত্তি করিয়া থাকিবেন। খুড় আমার প্রকৃত বক্কেশ্বর; ঘূর্ণায়মান শব্দ শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, চরিতার্থ হইয়া, শব্দগুলি মুখস্থ করিয়া লইলেন। কিন্তু বাবাজির যেমন বুদ্ধি, তেমনই মেধা; কার্য্যকালে, ভুলিয়া গিয়া, অনুমানবলে, ঘুণশব্দস্থলে ঘূর্ণশব্দ লিখিলেন; অথবা, চালাক ছোকরা, এক উদ্যোগে দুই কাজ সারিলেন; অর্থাৎ, ঘূর্ণশব্দেরও প্রামাণ্যসংস্থাপনার্থে, স্বেচ্ছা ক্রমে, ঘুণ শব্দের স্থানে ঘূর্ণ শব্দ বসাইলেন; পরে, উদ্ধৃত অংশের অবিসংবাদিত প্রামাণ্যপ্রতিপাদনার্থে, দুষ্প্রাপ্য ন্যায়কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশের নাম দিয়া, প্রচার করিলেন। কিন্তু, কি সাহসে, ঐ গ্রন্থের নাম দিলেন, বুঝিয়া উঠা ভার। বর্দ্ধমানোপাধ্যায় পূর্ব্বদর্শিত গদ্যময় মূলভাগের যে ব্যাখ্যা

করিয়াছেন, সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থে এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে ;

> "নম্বেবমপি ব্রহ্মাণ্ডনাশসিদ্ধৌ গিরিসাগরাদীনাং কুতঃ প্রলয় ইত্যত আহ তথাচেতি। ক বর্ত্তন্তামিতি বিনশ্যন্তীত্যর্থঃ মহাভ্রব্যাস্তরেণু নিহন্যমানাধারত্বাৎ মহাদহনদহ্যমানাধারত্বাৎ মহাপবনক্ষুভিতসমুদ্রবিলীয়মানাশ্রয়ত্বাদিত্যত্র হেতুত্রয়ে ক্রমেণ দৃষ্টান্তত্রয়মাহ কুপিতেতি"।

খুড়, ন্যায়কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশের যে স্থলে, "ঘূর্ণায়মান-ঘূর্ণসংঘাতবৎ" এই প্রয়োগের প্রত্যাশা করিতে পারেন, তাহা এই। খুড়র দুর্ভাগ্যক্রমে, "ঘূর্ণায়মান-ঘূর্ণসংঘাতবৎ" এরূপ অসঙ্গত, অসংলগ্ন প্রয়োগের কথা দূরে থাকুক, মূলে যে "ঘূর্ণমানঘুণসংঘাতবৎ" এই প্রয়োগটি আছে, তাহাও তথায় নিবেশিত নাই। "ঘূর্ণায়মান" ও "ঘূর্ণ" চুলায় যাউক, তন্মধ্যে ঘ এই অক্ষরটা পর্য্যন্ত লক্ষিত হইতেছে না। ধন্য খুড়র সাহস!!! ধন্য খুড়র চালাকী!!! ফলকথা এই, কোনও শাস্ত্রেই খুড়র প্রকৃতরূপ বিদ্যা ও ব্যুৎপত্তি নাই, কেবল লোকের চক্ষে ধূলিপ্রক্ষেপ করিয়া, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়া পড়িয়াছেন।

'প্রতারণাসমর্থস্য বিদ্যয়া কিং প্রয়োজনম্।
প্রতারণাসমর্থস্য বিদ্যয়া কিং প্রয়োজনম্'।

যে ব্যক্তি প্রতারণায় সমর্থ, তাহার বিদ্যায় প্রয়োজন কি।
যে ব্যক্তি প্রতারণায় অসমর্থ, তাহার বিদ্যায় প্রয়োজন কি।

অর্থাৎ, প্রতারণা করিবার ক্ষমতা থাকিলে, বিদ্যার

প্রয়োজন করে না; কারণ, বিদ্যা না থাকিলেও, প্রতারণাবলে, অনেকে বিদ্বান্ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। আর, প্রতারণা করিবার ক্ষমতা না থাকিলে, বিদ্যায় কোনও ফল নাই; কারণ, ধূর্ত্ত ও চালাক না হইলে, যথার্থ পণ্ডিত ব্যক্তিও, বিদ্বান্ বলিয়া, প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন না।

অতঃপর, সকলের নিকট, বিনয় বাক্যে, প্রার্থনা এই, আপনারা খুড়র বিদ্যা, বুদ্ধি, ও ভদ্রতার বিশিষ্টরূপ পরিচয় পাইলেন; এক্ষণে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন, "ঘূর্ণায়মানঘূর্ণসংঘাতবৎ", এরূপ লিখনের কোনও রূপ অর্থ হইতে পারে কি না; এবং বিবেচনা করিয়া বলুন, খুড়, ন্যায়কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশের দোহাই দিয়া, যে বিদ্যাপ্রকাশ করিয়াছেন, যদি কেহ সেই অদৃষ্টচর, অশ্রুতপূর্ব্ব, অদ্ভুত বিদ্যাপ্রকাশকে চাতুরী অথবা প্রতারণা শব্দে নির্দ্দেশ করে, তাহাতে খুড়র রাগ করিবার অধিকার আছে কি না। নীতি-শাস্ত্রে বলে,

'চোর বিদ্যা বড় বিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা'

চুরী করিয়া ধরা না পড়িলেই বাহাদুরী; ধরা পড়িলেই, যৎপরোনাস্তি শাস্তিভোগ অবধারিত। চোরবিদ্যা, এ স্থলের চোর শব্দ উপলক্ষণ মাত্র, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত নীতিবাক্যে যে চোর শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, উহা কেবল পরস্বাপহারীর বোধক নহে; লেঠেরা,

কেঁসেড়া, জালসাজ প্রভৃতি বদমাইশ মাত্রের বোধক। উপযুক্ত ভাইপো, খুড়র জালসাজী ধরিয়া, তাঁহাকে ভদ্রসমাজের বিচারে সমর্পণ পূর্ব্বক, বিচারকর্ত্তাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছে, যথার্থ বিচার করিয়া, খুড়কে, মাফিক আইন, সাজা দিতে আজ্ঞা হয়। অপরাধীর যথার্থ দণ্ড না হইলে, সমাজের অমঙ্গল।

খুড়র দ্বিতীয় উপপত্তি।

স্বাণ্ ঙ্য ক্বী সলোপশ্চ মুং। এবং উপমানাদাচারে। ৩। ১। ১০। সূত্রানুবর্ত্তনে কর্ত্তুঃ ক্যঙ্ সলোপশ্চ। ৩। ১। ১১। পাং দ্বারা আচারার্থে ঙ্য বা ক্যঙ প্রত্যয়ান্ত করিলেও ঐ পদ সিদ্ধ হয়।

আচারার্থে উপমানবাচক কর্ত্তৃপদের উত্তর ঙ্য বা ক্যঙ্ হয়। যথা দণ্ড ইব আচরন্ দণ্ডায়মানঃ, যে দণ্ডের মত আচরণ করিতেছে। সোজা হইয়া দাঁড়াইলে, দণ্ডের মত আচরণ করা হয়। সেইরূপ ঘূর্ণ ইব আচরন্ ঘূর্ণায়মানঃ। ঘূর্ণশব্দের অর্থ, যে ঘুরে; ঘূর্ণায়মানশব্দের অর্থ, যে ঘুরে, তার মত আচরণকারী অর্থাৎ ঘূর্ণসদৃশ; সুতরাং "বাত্যয়া ঘূর্ণায়মানধূলি-চক্রম্" ইহার অর্থ, বায়ু দ্বারা ঘূর্ণসদৃশ ধূলিচক্র। কিন্তু, উপস্থিত স্থলে, বায়ু যাহাকে ঘুরাইতেছে, তদ্রূপ ধূলিচক্র, এরূপ অর্থ আবশ্যক; সেরূপ অর্থ,

'ভো বৃক্ষাঃ পর্ব্বতস্থা বহুকুসুমযুতা বায়ুনা ঘূর্ণ্যমানাঃ'

এ স্থলের ন্যায়, "বাত্যয়া ঘূর্ণ্যমানধূলিচক্রম্" এরূপ না বলিলে, অর্থাৎ ণিজন্ত ঘূর্ণধাতুর কর্ম্মণি বাচ্যে

প্রয়োগ না করিলে, প্রতিপন্ন হইতে পারে না। ফলতঃ, বায়ু দ্বারা ঘূর্ণসদৃশ ধূলিচক্র, ইহার অর্থবোধ হওয়া সহজ নহে। খুড় কথঞ্চিৎ ঘূর্ণায়মানশব্দ সিদ্ধ করিয়াছেন বটে; কিন্তু এ স্থলে, ঐ শব্দের অর্থ সংলগ্ন হইতেছে কি না, তাহা লেজ তুলিয়া দেখেন নাই। পূর্ব্বে, এরূপ অনেক নৈয়ায়িক ছিলেন যে, তাঁহাদের বিশিষ্টরূপ ব্যাকরণজ্ঞান ছিল না। সেরূপ কোনও নৈয়ায়িক ব্যাকরণবিরুদ্ধ পদপ্রয়োগ করাতে, কোনও ব্যক্তি পরিহাস করেন। পরিহাস শুনিয়া, নৈয়ায়িক কহিয়াছিলেন,

'অস্মাকীনাং নৈয়াকূনাং অর্থনি তাৎপর্য্যং শব্দনি কোশ্চিন্তা'

আমরা নৈয়ায়িক, আমাদের অর্থেই তাৎপর্য্য, শব্দের জন্য ভাবি না।

খুড় আমার বড় শাব্দিক, সুতরাং শব্দই তাঁহার সর্ব্বস্ব। শব্দ সিদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতেই তিনি চরিতার্থ হইয়াছেন; অর্থ লাগুক বা না লাগুক, সে জন্য তাঁহার ভাবনা নাই। তিনি, পূর্ব্বোক্ত নৈয়ায়িকের মত, বলিতে পারেন,

'অস্মাকীনাং বৈয়াকূনাং শব্দনি তাৎপর্য্যং অর্থনি কোশ্চিন্তা'

আমরা বৈয়াকরণ, আমাদের শব্দেই তাৎপর্য্য, অর্থের জন্য ভাবি না।

এক্ষণে সকলে বলুন, খুড়র দ্বিতীয় উপপত্তি সঙ্গত হইতেছে কি না।

খুড় মহোদয় আপন ভুলের যেরূপ উপপত্তি করিয়া-

ছেন, তাহা আংশিক আলোচিত হইল। এই আংশিক আলোচনা দেখিলেই, খুড় অন্যান্য ভুলের কিরূপ উপপত্তি করিয়াছেন, তাহা সকলে অনায়াসে অনুমান করিতে পারিবেন। একটা ভাত টিপিলেই, হাঁড়ির সমস্ত ভাতের অবস্থা জানিতে বাকি থাকে না।

তহবিলে টাকা নাই, খাজনা দাখিল হইতেছে না; এজন্য, জমীদার দেওয়ানজিকে ডাকাইয়া কহিলেন, আর সময় নাই, খাজনা দাখিলের কি করিতেছ। দেওয়ানজি কহিলেন, আপনি সে জন্য উদ্বিগ্ন হইবেন না। পরে, খাজনা দাখিল বিরহে, জমীদারী লাটবন্দী হইলে, জমীদার আবার দেওয়ানজিকে ডাকাইলেন; তিনি আবার অভয়প্রদান করিলেন। খাজনা দাখিল হইল না; জমীদারী যথাকালে নিলাম হইয়া গেল। নিলামের সংবাদ শুনিয়া, বিষণ্ণ ও বিস্ময়াপন্ন হইয়া, জমীদার দেওয়ানজিকে ডাকাইলেন এবং কহিলেন, তুমি, পূর্ব্বাপর ভরসা দিয়া, অবশেষে আমার সর্ব্বনাশ করিলে। তখন দেওয়ানজি কহিলেন, আপনি অকারণে উদ্বিগ্ন হইতেছেন কেন। কালেক্টর সাহেব নিলাম করিয়াছেন, করুন; গোলাম দখল দিবে না। সেইরূপ, খুড় ভুলিয়াছেন বলিয়া, পৃথিবী শুদ্ধ লোকে ফয়তা দিলেও, খুড় দখল দিবেন না। খুড়র গুণের বালাই লয়ে মরি।

পণ্ডিতকুলচূড়ামণি খুড় মহাশয়ের বিদ্যা, বুদ্ধির দৌড় অতি বেয়াড়া; এজন্য, কেবল আপন ভুলের উপপত্তি করিয়া, ক্ষান্ত হয়েন নাই; আমারও কয়েকটি ভুল ধরিয়াছেন। তন্মধ্যে, তৃতীয় আপত্তিস্থলে, যে ভুলটি দর্শিত হইয়াছে, তাহা উল্লিখিত ও আলোচিত হইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন,

"তিনি (উপযুক্ত ভাইপো) ঘূর্ণধাতুর কর্ম্মণিবাচ্যে ঘূর্ণ্যমানঃ হয় লিখিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত ভুল। ঘূর্ণধাতু অকর্ম্মক, তাহার কর্ম্ম নাই। যে ধাতুর কর্ম্ম নাই, তাহার, কর্ম্মণিবাচ্যে প্রয়োগ করা "শিরোনাস্তি শিরঃপীড়ার মত বলা হইয়াছে"

শব্দশাস্ত্রে, আমি খুড়র মত বেহুদা পণ্ডিত নই। আপন ক্ষমতায়, সকল বিষয়, তন্ন তন্ন করিয়া, বুঝিতে অথবা সকল বিষয়ের মীমাংসা করিতে পারি না। ঘূর্ণধাতু সকর্ম্মক কি অকর্ম্মক, মনে মনে অনেক আন্দোলন করিয়াও, নির্ণয় করিতে পারি নাই। অবশেষে, সন্দেহ মিটাইবার জন্য, খুড়র প্রণীত শব্দস্তোমমহানিধি-নামক অভিধান গ্রন্থ বাহির করিলাম, এবং এ দিক ও দিক্ পাতা উল্টাইয়া, খানিক পরে, ১৭৫ পৃষ্ঠার ২৬ পংক্তিতে,

"ঘূর্ণ ভ্রমণে তুং উভং সকং সেট্"

এই লিখন দেখিতে পাইলাম। ইহার অর্থ, ঘূর্ণধাতু ভ্রমণার্থক, তুদাদিগণীয়, উভয়পদী, সকর্ম্মক, ইট্‌যুক্ত। ঘূর্ণধাতু সকর্ম্মক কি অকর্ম্মক, এ বিষয়ে ভাইপোর যে সংশয় জন্মিয়াছিল, খুড়র গ্রন্থ দৃষ্টে, সে সংশয়ের

নিবৃত্তি হইল। আমি, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত খুড় মহাশয়ের রচিত ও প্রচারিত গ্রন্থ দেখিয়া, ঘূর্ণধাতু সকর্ম্মক বলিয়া, স্থির করিয়াছি, এবং কর্ম্মণি বাচ্যে 'ঘূর্ণ্যমানঃ' হয়, লিখিয়াছি। এক্ষণে দেখিতেছি,

"অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ'

অন্ধ অন্ধকে পথ দেখানর মত হয়েছে। যেমন, অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইলে, উভয়েরই অপথে গমন অথবা গর্ত্তাদিতে পতন অবধারিত; সেইরূপ, ঘূর্ণধাতুর সকর্ম্মকত্ব বিষয়ে, ব্যাকরণান্ধ খুড় ব্যাকরণান্ধ ভাইপোকে পথ দেখাইয়াছেন। খুড় ভাইপো উভয়েরই মুখে আগুন। সকল লোকেই বলিবেক, দুটোই মূর্খ, দুটোরই ব্যাকরণজ্ঞান নাই। যাহা হউক, খুড়র প্রণীত ও প্রচারিত পুস্তকের উপর নির্ভর করা সর্ব্বনাশের ঘর। খুড় যে সকল পুস্তক ছাপান, তাহা ভুলে পরিপূর্ণ, এ কথা সকলে বলিয়া থাকেন। পূর্ব্বে, এরূপ নির্দ্দেশ শুনিলে, বিদ্বেষমূলক বলিয়া বিবেচনা করিতাম; এক্ষণে দেখিতেছি, তাহা সম্পূর্ণ যথার্থ। খুড় পূর্ব্বে যে নানা ব্যবসায় করিতেন, তাহাতে তাঁহার নিজেরই সর্ব্বনাশ হইয়াছে; অন্যের বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নাই। কিন্তু, ইদানীং, পিতা পুত্ত্রে, পুস্তকছাপন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া, অনেকের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। আমি

'আস্বাদ্য স্বয়মেব বচ্মি'

ঠেকিয়া শিখিয়াছি, এজন্য সকলকে সতর্ক করিতেছি,

আপনারা অতঃপর হুঁসিয়ার হইবেন, খুড়র পুস্তক দেখিয়া, কেহ কখনও সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন না; করিলে আপনাদেরও, আমার মত, নাকাল হইবেক। খুড় নিজে ভুল লিখিবেন; কিন্তু, সেই ভুল অনুসারে, অন্যের লেখা ভুল হইলে, খুড়ই আবার ভুল ধরিবেন ও উপহাস করিবেন। অতএব, আপনারা দেখুন, খুড় আমার কেমন মজার লোক; স্বয়ং লিখিবার সময় অন্ধ, অন্যের ভুল ধরিবার সময় দিব্যচক্ষুঃ।

খুড় লিখিয়াছেন,

> "যে ব্যক্তি ভাইপোস্য এই মত অশুদ্ধ প্রয়োগ করে তাহার উত্তর দেওয়া উচিত ছিল না"।

এই লেখা দেখিয়া, নিঃসন্দেহ, অনেকেই চমৎকৃত হইয়াছেন। তিনি যে, 'ভাইপোস্য' এই অশুদ্ধ প্রয়োগ দর্শাইয়া, প্রয়োগকর্ত্তাকে হেয়জ্ঞান করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেই তদীয় অদ্বিতীয় অদ্ভুত বুদ্ধিশক্তির সবিশেষ প্রশংসা করিতেছেন। এত বুদ্ধি না ধরিলে, খুড় আমার এত খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেন না। হতভাগার বেটা, কি শুভ ক্ষণেই, জন্মগ্রহণ করিয়াছিল!!! এই পৃথিবীতে, অনেকের বুদ্ধি আছে; কিন্তু, খুড়র মত খোশখৎ বুদ্ধি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইচ্ছা করে, খুড়র আপদ বালাই লইয়া, এই দণ্ডে মরিয়া যাই; খুড় আমার, অজর,

অমর হইয়া, চির কাল থাকুন। কোনও কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বলেন, এই সময়ে, খুড়র কলম করিয়া লওয়া আবশ্যক; আঁঠিতে যে গাছটা হয়েছে, সেটা বিষম টোকো ও পোকাখেকো।

যাহা হউক, খুড়, এত বড় পণ্ডিত ও এত বড় বুদ্ধিশালী হইয়া, কোন বিবেচনায়, 'ভাইপোস্য' এই বিশুদ্ধ প্রয়োগটিকে অশুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, বুঝিয়া উঠা কঠিন। 'ভাইপোস্য' এই প্রয়োগটি দুটি সংস্কৃত পদে ঘটিত। 'ভাইপঃ', 'অস্য', এই দুই পদে সন্ধি হইয়া, 'ভাইপোস্য' প্রয়োগটি সিদ্ধ হইয়াছে। ভা শোভা, ইঃ কামঃ, অভিলাষ ইতি যাবৎ, তৌ পাতি রক্ষতি ইতি ভাইপাঃ, তস্য ভাইপঃ।

'সন্ধিস্ত পুরুষেচ্ছয়া'

এই ব্যবস্থা বশতঃ, লেখকের ইচ্ছাবিরহ হেতু, 'ভা' 'ই' এই দুয়ের সন্ধি হইল না। ইহার অর্থ এই, অস্য কি না খুড়স্য, ভাইপঃ শোভাভিলাষরক্ষিতুঃ; অর্থাৎ, খুড়র পাণ্ডিত্যশোভার ও প্রতিপত্তিলাভবাসনার রক্ষাকর্ত্তার। 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' সমুদয়ের অর্থ, খুড়র উপযুক্ত পাণ্ডিত্যশোভা ও প্রতিপত্তিলাভবাসনার রক্ষাকর্ত্তা কোনও ব্যক্তির। উপযুক্ত শব্দের যোগে, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, খুড়, চালাকি করিয়া, লোকালয়ে, আপনাকে বেহুদা পণ্ডিত বলিয়া, প্রতি-

পন্ন করিয়াছেন, এবং বেয়াড়া খ্যাতি প্রতিপত্তির ভাজন হইয়াছেন। 'অতি অল্প হইল' এই গ্রন্থের রচয়িতা তাহাতে সম্মত নহেন; তবে, খুড় যেমন ব্যক্তি, তাঁহার তদুপযুক্ত পাণ্ডিত্যপ্রকাশ ও প্রতিপত্তিলাভ বিষয়ে, প্রতিবন্ধক হইতে চাহেন না; অর্থাৎ, খুড়র যেরূপ বুদ্ধি, যেরূপ বিদ্যা, যেরূপ ক্ষমতা, তিনি তদুপযুক্ত খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করুন, তাহাতে 'অতি অল্প হইল' কর্ত্তার আপত্তি নাই।

'ইমাঃ স্যুঃ ক্রমশোবরাঃ'

এ স্থলে, 'ক্রমশো' ইহার পর লুপ্ত অকারের চিহ্ন না থাকাতে, খুড়র যেরূপ বুদ্ধি খেলে নাই (১), 'ভাইপো' ইহার পর লুপ্ত অকারের চিহ্ন না থাকাতেও, অবিকল সেইরূপ ঘটিয়াছে।

এক্ষণে সকলে বলুন, 'উপযুক্তভাইপোস্য', এই সর্ব্বাঙ্গশুদ্ধ, সদভিপ্রায়পূর্ণ, যার পর নাই মনোহর প্রয়োগটিকে অশুদ্ধ বলিয়া, অবলীলা ক্রমে নির্দ্দেশ করা, শাব্দিকচূড়ামণি খুড়র পক্ষে, ঝকমারি হইয়াছে কি না। খুড় পূর্ব্বে লিখিয়াছেন, সংস্কৃতভাষা কামধেনু। সেই কামধেনু, তাঁহার পক্ষে, যেরূপ বাঞ্ছিতফলপ্রদায়িনী, অন্যের পক্ষেও সেইরূপ। খুড়, সেই কামধেনুর বরে, 'তদনবলম্ব্য স্বেচ্ছামাত্রেণ',

(১) বিদ্যাসাগরপ্রণীত বহুবিবাহবিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকের ১৩ পৃষ্ঠা দেখ।

এ স্থলে যেমন বিদ্যাপ্রকাশ করিয়াছেন, ভাইপোও, 'উপযুক্ত ভাইপোস্য' এ স্থলে, তেমনই বিদ্যাপ্রকাশ করিল কি না, এ বিষয়ে বিজ্ঞ পাঠকবর্গ, অপক্ষপাতী হইয়া, ফয়তা দিলে, সকল পক্ষে, সকল প্রকারে, ভাল হয়।

খুড় আর একটি বড় কৌতুকের কথা লিখিয়াছেন, সেটির উল্লেখ করা আবশ্যক। সেই কৌতুককরী কথাটি এই,—

> "তিনি (বিদ্যাসাগর) পণ্ডিত, তাঁহার চিত্তে এ দোষ সমুদ্ভাবিত হয় নাই, সুতরাং তাহা তিনি লেখেন নাই। যখন তিনি ইহা গ্রহণ করেন নাই, তখন সে দোষারোপ অকিঞ্চিৎকর।

ইহার তাৎপর্য্য এই, বিদ্যাসাগর বড় পণ্ডিত। খুড়র পুস্তকে ভুল থাকিলে, অবশ্যই তাঁর চক্ষে পড়িত; এবং, চক্ষে পড়িলে, অবশ্যই তিনি সেই ভুল ধরিতেন। যখন, তিনি তাহা ধরেন নাই, তখন, ভাইপোর উল্লিখিত ভুল সকল ভুল নহে। কিন্তু যে ভুল, সে ভুল; বিদ্যাসাগর ধরুন, আর না ধরুন, তাহাতে ভুলের ভুলত্ব যায় না।

সে যাহা হউক, বিদ্যাসাগর যে ভুল ধরেন নাই, তাহার অন্য কারণ আছে, খুড়র পুস্তকে ভুলের অসদ্ভাব তাহার কারণ নহে। যৎকালে বিদ্যাসাগর বহুবিবাহের দ্বিতীয় পুস্তক রচনা করেন; তৎকালে,

এক দিন, আমরা অনেকগুলি তাঁহার নিকটে বসিয়া আছি; এমন সময়ে, তিন চারিটি প্রসিদ্ধ অধ্যাপক তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহার পুস্তকে খুড়র ভুলগুলি দেখাইয়া দিবার জন্য, অনুরোধ করিলেন। বিদ্যাসাগর ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, ‘এক্ষণে যিনি যত বড় পণ্ডিত হউন, কেহই প্রকৃতরূপ সংস্কৃত লিখিতে পারেন না। সংস্কৃত লিখিতে গেলে, নানা প্রকারে ভুল হয়। অতএব, আমার বিবেচনায়, সংস্কৃতরচনায় কাহারও প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। যিনি লিখিবেন, তাঁহারই ভুল হইবেক, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। আমাকেও, নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক, সময়ে সময়ে, সংস্কৃত লিখিতে হয়। তৎকালে, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখি, মনে করি ভুল নাই; কিন্তু, কিছু দিন পরে, পদে পদে ভুল দেখিতে পাই। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সংস্কৃতরচনায় অনেক ভুল আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু, যখন আমি নিজে নির্ভুল লিখিতে পারি না, তখন অন্যের ভুল ধরিতে যাওয়া উচিত নহে’। এইরূপে, সেই পণ্ডিতদিগকে অনেক কথা বলিয়া, অবশেষে কহিলেন, ‘এ বিষয়ে, আমি আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিব না; আমি ধর্ম্মশাস্ত্রসংক্রান্ত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি; রচনার দোষ গুণ বিচার আমার উদ্দেশ্য নহে’।

বিদ্যাসাগর, যে কারণে, খুড়র রচনার ভুল ধরেন

নাই, তাহা এই। অতএব, তিনি ভুল ধরেন নাই বলিয়া, খুড়র পুস্তকে ভুল নাই, তদীয় এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত হেয় ও একান্ত অশ্রদ্ধেয়। আমি, কখনও কখনও, কোনও সংস্কৃত পুস্তক ছাপাইয়া, সংস্কৃত ভাষায় বিজ্ঞাপন লিখিয়া থাকি। বিদ্যাসাগরকে দেখাইলে, তিনি বলেন, 'আপনারা বিজ্ঞাপনগুলি, বাঙ্গালা ভাষায় না লিখিয়া, সংস্কৃত ভাষায় লিখেন কেন। এখন সংস্কৃত লিখিতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। দেখুন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, ক্রমাগত ত্রিশ বৎসর, ব্যাকরণের অধ্যাপনা করিতেছেন, অথচ তাঁহার সংস্কৃত রচনায় ব্যাকরণের ভুল বিরল নহে'। এই বলিয়া, খুড়র মুদ্রিত সিদ্ধান্তকৌমুদীর উল্লেখ করিলেন। বাটীতে আসিয়া, সিদ্ধান্তকৌমুদীর বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিলে, আপাততঃ ব্যাকরণের দুটি ভুল আমার চক্ষে পড়িল; তন্মধ্যে প্রথমটি এই—

"তৎপ্রবর্ত্তনমভিকাঙ্ক্ষমাণেন"

কাঙ্ক্ষ ধাতু পরস্মৈপদী, আত্মনেপদী নহে; এজন্য, 'অভিকাঙ্ক্ষতা' এইরূপ হইতে পারে, 'অভিকাঙ্ক্ষমাণেন' ইহা ব্যাকরণবিরুদ্ধ। দ্বিতীয়টি এই—

"তেনৈব মহোৎসাহবতা"

মহোৎসাহবৎ শব্দের অর্থ মহোৎসাহবিশিষ্ট, যাহার বড় উৎসাহ আছে। মহৎ ও উৎসাহ, এই দুই

শব্দে বহুব্রীহি সমাস করিলেই, অর্থাৎ 'মহোৎসাহেন' এইরূপ লিখিলেই, অভিপ্রেত সিদ্ধ হইতে পারিত; এমন স্থলে, 'মহৎ' ও 'উৎসাহ', এই দুই শব্দে কর্ম্মধারয় সমাস করিয়া, অভিপ্রেত অর্থলাভার্থে, অস্ত্যর্থে মতুপ্ প্রত্যয় করা ব্যাকরণবিরুদ্ধ হইয়াছে। যথা

'ন কর্ম্মধারয়ান্মত্বর্থীয়ো বহুব্রীহিশ্চেদর্থপ্রতিপত্তিকরঃ'

যদি বহুব্রীহি দ্বারা অর্থ লাভ হয়, তাহা হইলে, কর্ম্মধারয় করিয়া, তাহার উত্তর অস্ত্যর্থ প্রত্যয় করা অবিধি।

এক্ষণে দেখিতেছি, খুড় যখন যে সংস্কৃত লিখিয়াছেন, তাহাতেই ভুল আছে। আজ কাল, যে বৃহৎকায় বাচস্পত্য অভিধান লিখিতেছেন, কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া, তাহা মধ্যে মধ্যে পাঠ করিতেছি; দেখিতেছি, তাহাতে রকম রকমের অনেক ভুল হইতেছে। আমার ইচ্ছা আছে, অবসর পাইলেই, খুড়র এই বড় অভিধানের দোষ গুণ বিচার করিতে বসিব। কিন্তু, খুড়র দোষ দেখাইয়া দিলে, তিনি চটিয়া লাল হইয়া উঠেন। এই সময়ে, খুড়র কাল মুখে লালের আভা মারিলে, যে শোভা অর্থাৎ বাহার হয়, তাহা বর্ণনাতীত। খুড়র সঙ্গে চটাচটি করাও বিষম সঙ্কট। হয় ত, আমার মা বাপ মরিলে, অশৌচ লইবেন না, ও দলাদলির কাণ্ড তুলিয়া, শ্রাদ্ধ পণ্ড করিবার চেষ্টা পাইবেন। এ বিষয়ে, খুড় ও বিদ্যাসাগরে কত

তফাৎ দেখুন। খুড়র ভুল দেখাইয়া দিলে, তিনি মর্ম্মান্তিক চটেন; বিদ্যাসাগরের ভুল দেখাইয়া দিলে, তিনি, আহ্লাদিত চিত্তে, তৎক্ষণাৎ সেই ভুলের সংশোধন করেন; এবং, যদি আর কোথাও ভুল থাকে, তাহা দেখাইয়া দিবার জন্য, প্রার্থনা ও অনুরোধ করেন। বোধ হয়, এক পক্ষে আত্মশ্লাঘা-প্রবৃত্তির উৎকট আতিশয্য, অন্য পক্ষে আত্মশ্লাঘা-প্রবৃত্তির একান্ত অসদ্ভাব, ইহার প্রকৃত কারণ।

এ স্থলে, আর একটি মজার কথা না বলিয়া, ক্ষান্ত হইতে পারিতেছি না। উপযুক্ত ভাইপোর পুস্তক পড়িয়া, অনেকে বেয়াড়া খুসি হইয়াছেন, এবং উপযুক্ত ভাইপো লোকটা কে, ইহা জানিবার জন্য, অনেকের অতিশয় ঔৎসুক্য ও কৌতূহল জন্মিয়াছে। কেহ কহিতেছেন, অমুক; কেহ কহিতেছেন, অমুক, অমুক। কেহ কেহ এত বড় সুবোধ যে, বিদ্যা-সাগরকে উপযুক্ত ভাইপোর জায়গায় বসাইতেছেন। যে সকল বক্কেশ্বর এরূপ অনুমান করেন, তাঁহাদের অনেকের সঙ্গেই, আমার সর্ব্বদা সাক্ষাৎ, ও এ বিষয়ে কথোপকথন হয়। খুড়ও, অনেক সময়ে, সেখানে উপ-স্থিত থাকেন; এবং, সময়ে সময়ে, নানা বিষয়ে, আমায় পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। আমার মত ধার্ম্মিক লোক পৃথিবীতে আর নাই বলিলে, বোধ হয়, অথবা বোধ হয় কেন, নিঃসন্দেহই, অত্যুক্তিদোষ ঘটে না।

খুড়র, আমার উপর, বড় বিশ্বাস ; আমি কু পরামর্শ দিলেও, তিনি তদনুসারে চলেন, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু আমি বিশ্বাসঘাতক নহি ; তাঁহাকে সতত সৎপরামর্শই দিয়া থাকি। ভাইপোর জবাব লেখা উচিত কি না, ইহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করাতে, আমি, মাথার দিব্য দিয়া, বারণ করিয়াছিলাম।

সে যাহা হউক, যদি আমার উপর তাঁহাদের সন্দেহ থাকিত, তাহা হইলে, অনায়াসেই তাঁহারা আসল চোর ধরিতে পারিতেন, একে, ওকে, তাকে, সন্দেহ করিয়া বেড়াইতেন না। কারণ, যদিও আমি, ঐ সময়ে, খুব সতর্ক হয়ে কথা কই ; কিন্তু, মধ্যে মধ্যে, বিলক্ষণ অসামাল হয়ে পড়ে ; অর্থাৎ, হঠাৎ এমন সব কথা, আমার মুখ থেকে, বেরিয়ে পড়ে যে, আমি উপযুক্ত ভাইপো বলিয়া, অক্লেশে বুঝিতে পারা যায়। ভাগ্য ক্রমে, আমি এ পর্য্যন্ত ধরা পড়ি নাই, এবং শীঘ্র ধরা পড়িব, তাহাও সম্ভব বোধ হইতেছে না। লোকে জানে, আমায় চালাকি ও ফচ্‌কিয়ামি আইসে না ; কিন্তু, আমার পুস্তকে ঐ দুয়ের ভাগই অধিক ; সুতরাং, আমি ঐ অপূর্ব্ব গ্রন্থের রচয়িতা, লোকের সহসা এরূপ সংস্কার হওয়া সম্ভব নহে। বস্তুতঃ, আমি চালাক ও ফচ্‌কিয়া নই। কিন্তু মা সরস্বতীর আমার উপর এমনি দয়া যে, লিখিতে বসিলে, অস্মদীয় অতি দুর্দ্দান্ত, মহাবল, পরাক্রান্ত কলম বাহা-

দুরের প্রফুল্ল মুখপদ্ম হইতে, ফচ্‌কিয়ামি মধু ভিন্ন, অন্য কোনও রস, বড় একটা, নির্গত হয় না।

এ স্থলে, ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক, লোকে, 'অতি অল্প হইল' পড়িয়া, বেয়াড়া আমোদ করিতেছেন দেখিয়া, আমার উচ্ছন্ন যাইবার উপক্রম হইয়াছে। আহ্লাদে গদ্গদ হইয়াছি, অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠিয়াছি। আমার আন্তরিক আশঙ্কা এই, বংশদোষে, অবশেষে, খুড়র মত, ডেঁকো ও অহঙ্কারিয়া হইয়া না পড়ি। ভরসার মধ্যে এই, আমি নিতান্ত অঃসিয়ান ছোকরা নই; এবং, এ পর্য্যন্ত, খুড় ও খুড়র কুলানন্দ জীবানন্দ ভায়ার মত, অভিমানে অন্ধ ও একবারে ভাল মন্দ বিবেচনায় রহিত হই নাই; সুতরাং, তাঁদের মত, উচ্ছন্ন না গিয়া, সামলাইতে পারিব, সে বিষয়ে নিতান্ত নির্ভরসা হই নাই।

আমি যে অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠিয়াছি, তার আর একটি হেতু আছে। আমার লেখা দেখিয়া, লোকে, বিদ্যাসাগরের লেখা বলিয়া, মনে করিতেছে, ইহাতে, অহঙ্কারে, মাটিতে আমার পা পড়িতেছে না। সকলে বলে, বিদ্যাসাগর বড় লেখক। বস্তুতঃ, এ বিষয়ে তাঁর একাধিপত্য হইয়া পড়িয়াছে। যখন আমার লেখা দেখিয়া, তাঁর লেখা বলিয়া লোকের সন্দেহ হইতেছে, তখন আমিও বড় লেখক হইয়া পড়িয়াছি, এই ভাবিয়া, মনে বিলক্ষণ গরমি হইতেছে। বলিতে গেলে,

আমার মত লোকের পক্ষে, উহা বিলক্ষণ শ্লাঘার কথা। এ বার, বিদ্যাসাগরের লেখার অনুকরণে, প্রাণপণে যত্ন করিয়াছি, কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না। সুবোধ পাঠক মহাশয়েরা কি ফয়তা দেন, দেখা যাউক (১)।

উপসংহারে, খুড় মহাশয়ের নিকট, আমার বক্তব্য এই, অতঃপর তিনি যেন ক্ষান্ত হয়েন; পাগলামি করিয়া, আবার যেন জবাব না লিখেন। লেখালেখিতে উভয়েরই কষ্ট ও সময় নষ্ট। আমার তাদৃশ সংস্কৃত বিদ্যা নাই; সুতরাং, সংস্কৃত অংশের জন্য, অন্য লোকের খোসামোদি করিতে হয়। এমন কি, এক বিষয়ের জন্যে, মোক্ষধাম বারাণসী পর্য্যন্ত দৌড়িতে হইয়াছে। যদি বল, তবে তুমি এত কর কেন। তার উত্তর, আমরা বাঙ্গাল ভট্টাচার্য্য; বাঙ্গালেরা আড়া-

---

(১) এ স্থলে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া, কেহ এরূপ না ভাবেন, আমরা অদ্যাপি বিদ্যাসাগরের লেখার ঐরূপ প্রশংসা করিয়া থাকি। যে সময়ে, বিদ্যাসাগরকে, সর্ব্বপ্রধান লেখক বলিয়া, গণ্য ও মান্য করিতাম, অবসর পাইলেই, তাঁহার প্রণীত কোনও একখান পুস্তক লইয়া পড়িতে বসিতাম, এবং যাহাতে তাঁহার মত লিখিতে পারি, সর্ব্ব প্রযত্নে সেই চেষ্টা ও সেই অনুষ্ঠান করিতাম, এই পুস্তক সেই সময়ে সঙ্কলিত হইয়াছিল। আজ কাল, বিদ্যাসাগরের লেখার বিষয়ে, আমার অথবা আমাদের দলের যেরূপ অভিপ্রায়, তাহা ব্রজবিলাসের দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

আড়িতে বড় মজবুত; সর্ব্বস্বান্ত করিয়াও, জেদ বজায় রাখে। আর, পূর্ব্ব বারেও বলিয়াছি, এ বারেও বলিতেছি, আমার পয়সার যোগাড় নাই। এক ব্যক্তি, আমার উপর দয়া করিয়া, অথবা খুড়র উপর আক্রোশ বশতঃ, নিখরচায় ছাপাইয়া দিতেছেন, তাতেই আমার বই ছাপা হইতেছে; আর, কাগজের জন্যে, এর, ওর, তার উপাসনা করিতে হয়। খুড় ক্ষান্ত হইলে, আমি এ সব যন্ত্রণা এড়াই। খুড় নিজে লিখেন, অন্যের সাহায্য দরকার হয় না; আর, পয়সারও, বোধ হয়, নিতান্ত টানাটানি নয়। সুতরাং, আমার মত, তাঁর লেখার, ছাপার, কাগজের অসুবিধা নাই।

কিন্তু, এক বিষয়ে তাঁর সর্ব্বনাশ হইতেছে। তিনি, এত কাল, চালাকি করিয়া, অর্থাৎ শুক্না হাঁড়িতে পাতা বাঁধিয়া, যে পাণ্ডিত্যখ্যাতি উপার্জ্জন করিয়াছেন, সেই অনেক কৌশলে উপার্জিত খ্যাতিটির, দফা, এক বারে, রফা হইতেছে। আর বার দুই চারি লেখালেখি হইলেই, খুড়র বিদ্যা, ব্রহ্মণ্য, সকল বেরিয়ে পড়িবেক। অতএব, যাহাতে উভয় পক্ষের নাকাল, সকাল সকাল, তাহাতে ক্ষান্ত হওয়াই ভাল। আমি খুড়কে এই উপদেশ অর্থাৎ গালি দিতেছি, ইহাতে খুড় না ভাবেন, আমি, ভয় পাইয়া, রফার চেষ্টায় ফিরিতেছি। আমি যদি মিথ্যা বলি, খুড়র মাথা খাই;

ধর্ম্মপ্রমাণ অকপট হৃদয়ে কহিতেছি, আমি বড় ডাং-পিটে; সহজে মিটে যায় ভালই; নতুবা, কোনও কারণে, ভয় পাইবার ছেলে নই। খুড় যত বার লিখিবেন, আমি তত বার লিখিব; যায় প্রাণ, ভিক্ষা মাগিয়া খাইব, তবু ক্ষান্ত হইব না।

আড়াআড়ির মুখে, আমি খুড়র নাকাল করিব, ইহাতে আমার আহ্লাদ বই অনাহ্লাদ নাই। কিন্তু, অন্যে খুড়র নাকাল করিলে, বিলক্ষণ গায়ে লাগে। কেমন রক্তের টান, বুঝিতে পারা যায় না। বিদ্যাসাগর, জবাব লিখিয়া, খুড়র ন ভূতঃ ন ভবিষ্যতি নাকাল করিয়াছেন। প্রথম এক চোট, খুড়র নাকাল দেখিয়া, বড়ই আহ্লাদ হইয়াছিল; পর ক্ষণেই, অন্যে আমার খুড়র নাকাল করিল, এই ভাবিয়া, মনে বড়ই কষ্ট হইল; সে কষ্ট এখনও চলিতেছে। এ জন্যে, আমার মৎলব এই, খুড়, কিছু ন্যূনতা স্বীকার করিয়া, উপযুক্ত ভাইপোর সঙ্গে রফা করেন; তাহা হইলেই, সিয়ানে সিয়ানে কোলাকুলির মত, দুজনে ভাব করিব, এবং খুড় ভাইপোয় মিলিয়া, এক বার ভাল করিয়া, বিদ্যা-সাগরের সঙ্গে লাগিব। সুগ্রীব ও অঙ্গদ এক সঙ্গে হইলে, রাবণ কত ক্ষণ এড়াইবেন। ঘরে চিরদিন আড়াআড়ি চলিবেক; কিন্তু, পরের বেলায়, খুড় ভাইপোয় একজীউ, একপ্রাণ হইব।

'মহিষের সিঙ বেঁকা, যুঝিবার বেলা একা'

খুড় ভাইপোর মধ্যে, খুড় সম্পর্কে বড়, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু, উপযুক্ত ভাইপোর সঙ্গে, সে হিসাব চলে না। খুড়, উপযুক্ত ভাইপোর পদানত হইলে, খুড় ভাইপো উভয়েরই, গৌরব বই, লাঘব নাই। অতএব, খুড়র প্রস্ফুটিত শ্রীপদকোকনদদ্বিতয়ে, কৃতাঞ্জলিপুটে, বিনয়পূর্ণ বচনে, নিবেদন এই, জীবানন্দ ভায়ার সহিত পরামর্শ ও স্বয়ং, সরল অন্তঃকরণে, সকল বিষয়ের সবিশেষ সমালোচনা করিয়া, কর্ত্তব্য স্থির করিবেন; এবং, যদি আমার সঙ্গে রফা করা পরামর্শসিদ্ধ দাঁড়ায়, অবিলম্বে আমায় জানাইবেন। আমায় জানাইবার সহজ উপায় এই,—

‘খুড়, উপযুক্ত ভাইপোস্থ পরামর্শ অনুসারে, রফায় সম্মত হইলেন’

এই কয়টি কথা, কিঞ্চিৎ বড় অক্ষরে লিখিয়া, কালেজের থামে, অথবা লাইবরির দরজায়, লট্‌কাইয়া দিবেন। আমি প্রত্যহ কালেজে যাই; সুতরাং, তাহা অনায়াসে আমার চক্ষে পড়িবেক। কালেজের ছুটি হইলেই, আমি, ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, খুড়র বাড়ীতে যাইব, এবং খুড় খুড়ীর কমনীয় কমলকোমল চরণযুগলে সাষ্টাঙ্গ মুণ্ডপাত করিয়া, কিছু দিনের জন্য, আড়াআড়ি মুলতুবি রাখিব, এবং খুড় ভাইপোয় মিলিয়া, বিদ্যাসাগরের দফা রফা করিবার চেষ্টা দেখিব।

খুড়ুর খেয়াড়া বিদ্যা, ও আমার চাপা থৈউড়, এ উভয়ের যোগ দুর্নিবার হইয়া উঠিবেক, এবং অব্যাজে সোনার লঙ্কা ছারখার করিবেক।

'পবনাগ্নিসমাগমো হ্যয়ং সহিতং ব্রহ্ম যদস্ত্রতেজসা'

অস্ত্রতেজের সহিত ব্রহ্মতেজের যোগ পবনাগ্নিসমাগম তুল্য।

খুড় ভাইপো দুই মহাবীরে সাগরবন্ধনে ব্যাপৃত হইব; ক্ষুদ্র প্রাণী জীবানন্দ ভায়া, কাঠবিরালির মত, সাধ্যানুরূপ সাহায্য করিবেন। ইত্যলং কিং বিস্তরেণ; অর্থাৎ, এ বার এই পর্য্যন্ত; তবে খুড় যদি ক্ষান্ত হন, এই পর্য্যন্তই শেষ; ক্ষান্ত না হন, উত্তরোত্তর বাড়াবাড়ি হইতে চলিল। আমি, সরল ভাষায়, সকল কথা বলিয়া, খালাস; আমার আর দায় দোষ নাই।

"হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়"

কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য

কলিকাতা।

১০ই ভাদ্র। ১২৮০ সাল।

PRINTED BY PITAMBARA VANDYOPADHYAYA,
AT THE SANSKRIT PRESS. NO. 62, AMHERST STREET.
1884.